# নজরুল-গীতিকা

## উৎসর্গ

আমার গানের বুলবুলিরা,
আমার বনের কুহু-কেকা!
পাঠাই সবুজ পাতায় ভ'রে
মোর কাননের কুসুম-লেখা।
তোমাদেরি সুর-সোহাগে
তোমাদেরি অনুরাগে
আমার কাঁটা-কুঞ্জে আজো
সন্ধ্যামণি গোলাব জাগে।
তোমাদেরে নজ্‌রানা দিই
সেই কুসুমের গন্ধ-গীতি,
শিশির সম জড়িয়ে থাকুক
আমার গানে সবার স্মৃতি।

কলিকাতা
ভাদ্র, ১৩৩৭

নজরুল ইসলাম

# নজরুল-গীতিকা

## ওমর খৈয়াম-গীতি

॥ ১॥

সিন্ধু-কাফি—কাওয়ালি

সৃজন-ভোরে প্রভু মোরে সৃজিলে গো প্রথম যবে
(তুমি) জান্‌তে আমার ললাট-লেখা, জীবন আমার কেমন হবে॥
তোমারি সে নিদেশ প্রভু,
যদিই গো পাপ করি কভু,
নরক-ভীতি দেখাও তবু, এমন বিচার কেউ কি স'বে॥

করুণাময় তুমি যদি দয়া কর দয়ার লাগি'
ভুলের তরে 'আদমে'রে করলে কেন স্বর্গ-ত্যাগী
ভক্তে বাঁচাও দয়া দানি'
সে ত গো তার পাওনা জানি,
পাপীরে লও বক্ষে টানি' করুণাময় কইব তবে॥

॥ ২॥

ভৈরোঁ—কাওয়ালি

পিও শারাব পিও!
তোরে দীর্ঘ সে কাল গোরে হবে ঘুমাতে।
সে তিমির-পুরে
তোর বন্ধু স্বজন প্রিয়া র'বে না সাথে॥
পিও নিমেষ-মধু!
পুনঃ গাহিব না কা'ল আজি সে গীত গাহি।

শোনো শোনো মোর গান—
'রাতে শুকাল যে গুল্ হাসিবে না সে প্রাতে॥'
ওরা কহিছে সদাই—
'পাবি মোহিনী হুরী', শোনো আমার বাণী—
'ওরে মধুরতর
এই আঙুর-পানি এই পানপ্যালাতে॥
ধর্ নগ্‌দা যা পাস্',
মিছে র'স্‌নে ব'সে বাকি পাওনা-আশায়,
দূরে মৃদং বাজে
শুধু ফাঁকা আওয়াজে তোর মন ভোলাতে॥'

॥ ৩ ॥

ভীমপলশ্রী—দাদ্‌রা

কানন গিরি সিন্ধু-পার ফির্‌নু পথিক দেশ-বিদেশ।
ভ্রমিনু কতই রূপে এই সৃজন্ ভুবন অশেষ॥
তীর্থ-পথিক এই পথের ফিরিয়া এল না কেউ,
আজ এ পথে যাত্রা যার, কা'ল নাহি তার চিহ্ন লেশ॥
রাত্রি দিবার রংমহল চিত্রিত এ চন্দ্রাতপ,
দু'দিনের এ পান্থবাস এই ভুবন—এ সুখ-আবেশ॥
ভোগ-বিলাসী 'জমশেদের' জল্‌সা ছিল এই সে দেশ,
আজ শ্মশান, ছিল যথায় 'বহ্‌রামের' আরাম আয়েশ॥

---

জমশেদ, বহ্‌রাম—ইরানের ভোগ-বিলাসী সম্রাট।
জমশেদ প্রথম শারাব-সাকীর প্রবর্তন করেন।

॥ ৪ ॥

ভূপালী মিশ্র—কাহার্‌বা

আজ বাদে কাল আস্‌বে কি না
কে জানে ভাই কে জানে।
ভোল্ রে ব্যথা বেদন-আতুর,
লাল শারাব-ভরপুর-প্রাণে॥

ঝর্‌ছে শারাব জ্যোৎস্না-উজল,
হাস্‌তেছে চাঁদ ঝলমল,
কাল্‌কে এ চাঁদ খুঁজবে বৃথাই,
হারিয়ে যাব কোন্‌খানে॥
প্রেমিক যত আমার মত
মদের রঙে হোক রঙীন্‌,
হোক দীওয়ানা মস্‌ত্‌ নেশায়
নিমেষ-সুখের সন্ধানে॥
এম্‌নি চোখে হেরি ধরায়
দুঃখ-ব্যথার অন্ত নাই,
কা'লের কথা আজ ভুলে যাই
দুখ-ভুলানো মদ পানে॥

॥ ৫ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

তরুণ প্রেমিক ! প্রণয়-বেদন
জানাও জানাও বে-দিল্‌ প্রিয়ায়।
ওগো বিজয়ী ! নিখিল-হৃদয়
কর কর জয় মোহন মায়ায়॥
নহে ঐ এক হিয়ার সমান
হাজার কা'বা হাজার মস্‌জিদ
কি হবে তোর কা'বার খোঁজে,
আশয় তোর খোঁজ হৃদয়-ছায়ায়॥
প্রেমের আলোয় যে দিল্‌ রৌশন্‌
যেথায় থাকুক সমান তাহার—
খোদার মস্‌জিদ্‌, মূরত্‌-মন্দির
ঈসাই-দেউল, ইহুদ্‌-খানায়॥
অমর তার নাম প্রেমের খাতায়
জ্যোতিলেখায় র'বে লেখা,
নরকের ভয় করে না সে,
থাকে না সে স্বরগ-আশায়॥

---

ঈসাই-দেউল—গির্জা।
কাবা-মুসলমানদের তীর্থ-মন্দির।
ইহুদ্‌-খানা—ইহুদীদের উপাসনা-মন্দির।
দিল্‌—হৃদয়। রৌশন—উজ্জ্বল।

॥ ৬ ॥

পিলু—কাহার্‌বা

যেদিন ল'ব বিদায় ধরা ছাড়ি', প্রিয়ে !
ধুয়ো 'লাশ' আমার লাল পানি দিয়ে ॥
শেয়র্ :—শারাবী জম্‌শেদী গজল 'জানাজা'য়
গাহিও আমার
দিবে গোর খুঁড়িয়া মাটি খারারী ঐ শারাব-খানার !
'রোজ কিয়ামতে' তাজা উঠবো জিয়ে ॥
শেয়র্ :—এমনি পিইব শারাব,
ভেসে যাব তাহার স্রোতে,
উঠিবে খোশ্‌বু শারাবের আমার ঐ গোরের পাত্র হ'তে ;
টলি' পড়বে পথিক সে নেশায় ঝিমিয়ে ॥

---

লাশ—শব-দেহ। জমশেদ—এই পারস্য-সম্রাটই প্রথম শারাব-সাকীর প্রবর্তন করেন। জানাজা—মৃতের কল্যাণার্থ উপাসনা। রোজ-কিয়ামত—শেষ বিচারের দিন, The Doom's Day.

॥ ৭ ॥

কালাংড়া—আদ্ধাকাওয়ালি

কোন্ মাটিতে আমার কায়া
সৃজিলে হায় প্রভু মোর
মস্‌জিদে মোর ঠাঁই নাহি পাই,
সকল দেউল বন্ধ-দোর ॥
ফিরি নগর-নারীর মত
কাফের দর্‌বেশ বদ্-নসীব,
নাই বেহেশ্‌তের আশা আমার,
দীন ও দুনিয়া শত্রু ঘোর ॥
বেড়াই শ্রীহীন, দেয় অভিশাপ
যে হেরে সেই আমারে,
রূপ-পূজারী ভুলিতে নারি
মোর প্রতিমার মুখ কিশোর ॥
চাইব শারাব, প্রিয়ার অধর,
মর্‌ব যেদিন পান্‌শালায়,
কোথায় নরক, কোথায় স্বরগ,
শারাব-নেশায় রইব ভোর ॥

---

বদ্-নসীব—হতভাগ্য। দীন দুনিয়া—ইহকাল পরকাল।

॥ ৮ ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা

রে অবোধ ! শূন্য শুধু শূন্য ধূলো মাটি ধরা।
শূন্য ঐ অসীম আকাশ রং-বেরং-এর খিলান-করা॥
হাওয়াতে শূন্য নিমেষ নিমেষে যায় হ'য়ে শেষ।
এসেছি পথিক এ পর্‌-দেশ জীবন-মৃত্যু-ভরা॥
হুরী আর গানের প্রিয়া, সাথে তার শারাব নিয়া
চল ঐ সবুজ-বিথার ঝর্ণা-কিনার গোলাব-ঝরা॥
এর অধিক সুখের বিলাস স্বরগে করিস্‌নে আশ,
সে স্বরগ নাই রে কোথাও এমন উধাও দুখ-পাসরা॥

## দীওয়ান-ই-হাফিজ গীতি

॥ ৯ ॥

মান্দ্‌—কাহার্‌বা

আরো নূতন নূতনতর শোনাও গীতি গানেওয়ালা।
আরো তাজা শারাব ঢালো, কর কর হৃদয় আলা॥

অকুণ্ঠিত চিতে ব'স নিরালা ভোর্‌-হাওয়ার সাথে,
পুরাও আশা পিয়ে সুধা নিতুই নূতন অধর ঢালা॥

কর ত্বরা, এ আব-খোরা ভরাও নূতন শারাব দিয়ে,
নাহি গো মোর সাকীর হাতে চাঁদির গেলাস, চাঁদের থালা॥

কি স্বাদ পেলে জীবন-মধুর শারাব যদি না হয় সাথী,
স্মরণে তার আরো তাজা আনো শারাব ভর-পিয়ালা॥

আরো নূতন রঙে রেখায় গন্ধে রূপে, দিল্‌-পিয়ারা
আমার প্রিয়া ! আমার তরে কর এ নিখিল উজালা॥

প্রিয়ার ছায়া-বীথির পথে যাবে যখন, ভোরের হাওয়া,
নূতন ক'রে শুনায়ো তায় হাফিজের এ গান নিরালা॥

---

'মোতরেবে খোশনওয়া বগো তাজা ব-তাজা নৌ বনৌ' শীর্ষক বিখ্যাত গজলের ভাব-অনুবাদ।

॥ ১০ ॥

বাগেশ্রী কাফি—কাহারবা

আমরা পানের নেশার পাগল, লাল শারাবে ভর্ গেলাস।
পান-বেহুঁশে আয় রেখে ঐ সাকীর বিলোল্ আঁখির পাশ॥
চাঁদ-পিয়ালায় রবির কিরণ
ঢালার মত শারাব ঢাল,
ছায় না যেন দিনের আনন
কস্তুরী-কেশ খোঁপার ফাঁস্॥
শারাবখানার সদর-ঘরে
ব'সো খানিক ধর্মাধিপ
এই আনন্দ-ধারায় নেয়ে
নাও ধুয়ে সব পাপের রাশ॥
মোমের বাতির মত, সুফী,
কেঁদে গলাও আপনাকে!
এই বিষাদ এই ব্যথার পারে
দাও আনন্দ ভর্-আকাশ॥
নূতন দিনের বধূ যদি আসে তোমার, খোশ-নসীব!
যৌতুক তায় দিও লিখে হাফিজের এই প্রেম-বিলাস॥

---

খোশ-নসীব—ভাগ্যবান।

॥ ১১ ॥

পিলুঁ—কাওয়ালি

ভোরের হাওয়া! ধীরে ধীরে ব'লো গো সেই হরিণীরে।
আর কতদিন দিশাহারা ঘুরব একা মরুর তীরে॥
মিষ্টি চিনির পসারিণীর হৃদয় কেন কষায় হেন,
এই চিনি-খোর তুতীর পানে কেন গো সে চায় না ফিরে॥
গোলাব লো! তোর রূপের গরব দেয় না বুঝি জিজ্ঞাসিতে,
প্রণয়-পাগল বুলবুলি তোর ভাসে কেন অশ্রু-নীরে॥

চতুর নিষাদ শিকার করে প্রণয়ীরে মুখের মিঠায়,
চপল পাখি ধরতে সে গো বিছায় না জাল আকাশ ঘিরে॥
বঁধুর পাশে ব'সে তোমায় ঢাল্‌বে যেদিন রঙিন শারাব
স্মরণ ক'রো রূপসী, এই উপোসী-মন দূর সাথীরে॥

শেয়র্ :—

সরল-তনু, কাজল-আঁখি, চাঁদের মালা ললাট-কূলে—
রঙিন প্রেমের লাগল না রঙ কেন গো সে রূপের ফুলে।
তোমার রূপের চাঁদে, প্রিয়, এই শুধু কলঙ্ক-লেখা—
মধুর রূপের কাননে নাই বিধুর প্রেমের কুহু কেকা !

হাফেজী এই গজল যদি পৌঁছে আকাশ, নয় সে কিছু
গাইবে সে গান 'জোহরা' তারা, নাচবে 'ঈশা' সে সুর-মীড়ে॥

---

জোহরা—'ভেনস্'। ঈশা—যীশু।

॥ ১২ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

আজ সুদিনের আস্‌ল উষা, নাই অভাব আজ নাই অভাব।
অরুণ রবির মতন রাঙা পেয়ালা ভরি' আন্ শারাব॥
উষার করে পেয়ালা রবির, উপ্‌চে' পড়ে কিরণ-মদ,
মধুর উজল সময় এমন, আজ ক'রো না দিল্ খারাব॥
শান্ত কুটির, বন্ধু সাকী, মধুর-কণ্ঠ গায় গজল,
আয়েশ-সুখের আরাম গো তায় নৌ-জোয়ানী বে-হিসাব॥
নাচছে প্রিয়া সাকীর সাথে, সুর-পিয়াসী দেয় তালি,
সাকির আঁখির মদির লীলা টুটায় মদের বদ্-খোয়াব॥
মদের নেশার মিঠার লোভে, সাবাস্ চতুর ফুল-মালি—
লুকিয়ে রাখ সবুজ পাতায় শারাব-মধুর লাল গোলাব॥
পর্‌ল প্রিয়া যেদিন কানে গানের মোতি হাফিজের,
সেদিন হ'তে উর্বশী মোর শুনছে গানের বীণ্-রবাব্॥

---

নৌ-জোয়ানী—নব যৌবন। খোয়াব—স্বপ্ন। রবাব্—এক প্রকার তারের যন্ত্র।

॥ ১৩ ॥

দুর্গা-মান্দ্—কাওয়ালি

আস্‌ল যখন ফুলের ফাগুন, গুল্-বাগে ফুল চায় বিদায়।
এমন দিনে বন্ধু কেন বন্ধুজনে ছেড়ে যায়॥
মালঞ্চে আজ ভোর না হ'তে বিরহী বুল্‌বুল্ কাঁদে,
না ফুটিতে দলগুলি তার ঝর্‌ল গোলাব হিম-হাওয়ায়॥
পুরানো গুল্-বাগ এ ধরা, মানুষ তাহে তাজা ফুল,
ছিঁড়ে নিঠুর ফুল-মালি আয়ুর শাখা হ'তে তায়॥
এই ধূলিতে হ'ল ধূলি সোনার অঙ্গ বে-শুমার,
বাদশা অনেক নূতন বধূ ঝর্‌ল জীবন-ভোর-বেলায়॥
এ দুনিয়ার রাঙা কুসুম সাঁঝ না হ'তেই যায় ঝ'রে
হাজার আফ্‌সোস্, নূতন দেহের দেউল ছেড়ে প্রাণ পালায়॥
সাম্‌লে চরণ ফে'লো পথিক, পায়ের নিচে মরা ফুল
আছে মিশে এই সে ধরার গোরস্থানে এই ধূলায়॥
হ'ল সময়—লোভের ক্ষুধা মোহন মায়া ছাড় হাফিজ,
বিদায় নে তোর ঘরের কাছে, দূরের বঁধু ডাকছে আয়॥

॥ ১৪ ॥

খাম্বাজ-পিলু—পোস্তা

ঐ লুকায় রবি লাজে মুখ হেরি' মম প্রিয়ার।
ঐ এল রূপের রবি তোর আঁধার থাকে কি আর॥
মোর অকলঙ্ক শশী খোলে ঘোম্‌টা যবে মুখের,
হেরি, দুলে রবি শশী কানে দুল্ হয়ে যেন তার॥
যবে অধীর মাতাল হিয়া, রয় পর্দানশীন্ প্রিয়া,
মদে বেহুঁশ্ হয়ে দর্‌বেশ যবে জল্‌সা হ'ল গুলজার॥
মোর শরম ভরম সবি হায় দিলাম শারাব লাগি'
হেরি নয়ন-জলে ভেসে এ সুরা শোণিত হিয়ার॥
বয় যাহার অশ্রু-চোখে ঐ বাদল-রাতের ধারা,
বয় বর্ষা সম তাহার নীল অঞ্চলে ফুল-বাহার॥
মালা গাঁথিস্‌নে তুই হাফিজ্ ঐ শুষ্ক উপদেশের,
ফেলে অপরাধের কাঁটা তুই গাঁথ্ মালা ফুল-হিয়ার॥

॥ ১৫ ॥

গারা-ভৈরবী—আদ্ধা-কাওয়ালি

দোষ দিও না প্রবীণ জ্ঞানী হেরি' খারাব শারাব-খোর।
তাহার যে পাপ তারি একার, হয় না লেখা নামে তোর॥
মন্দ ভালো যা হই আমি, তুই ক'রে যা কাজ আপন,
কাট্‌ব তাহাই—যে ফসলের বীজ বুনেছি ক্ষেত্রে মোর॥
হউক মস্‌জিদ হউক মন্দির—প্রেমের গতি সবখানেই,
গাইছে একই প্রেমের গীতি কেউ সজাগ কেউ নেশায় টোর॥
জন্মদিনের ললাট-লেখা হবেই হবে পূর্ণ মোর,
কেউ জানে না পর্দা-আড়ে আলোক না সে আঁধার ঘোর॥

শেয়্‌র্ :—
ভেঙেছি দ্বার, ফির্‌ব না আর পুণ্যশালার জেল-খানায়,
আদিম পিতা আদমও ত স্বর্গ পেয়ে ছাড়ল তায়।
পুণ্যফলের ভরসা ক'রে কাটিয়ো না কেউ বৃথাই কাল,
তোমার ললাট-লেখার, বন্ধু, তুমিই নহ ওয়াকিফ্‌-হাল।
বেহেশ্‌তের ঐ কুঞ্জ-কানন মধুর, তবু হুঁশিয়ার!
ঝাউ-এর ছায়া, তরীর কিনার—তাই নিয়ে থাক্ সুখ-বিভোর॥
মরণ-ক্ষণে যদি, হাফিজ, রয় হাতে তোর শারাব-জাম,
মলিন ধরা হ'তে তোরে তুরন্ত নেবে বেহেশ্‌ত্-দোর॥

॥ ১৬ ॥

ইমন-মিশ্র—কাওয়ালি

চাঁদের মতন রূপ পেল রূপ তোমার রৌশন্ রূপ-বিভায়।
অপরূপ সে হ'ল তোমার চিবুক গালের টোল খাওয়ায়॥
তোমার রূপের পিয়াসী প্রাণ এল হের অধর-তীর,
জানাও আদেশ, ফিরুক সে প্রাণ, নয় বুঝি সে ছেড়ে যায়॥

শেয়্‌র্ :—
কখন মঞ্জুর হবে, প্রভু, এই ব্যথিতের আর্জি পেশ্।
কোন্ মোহানায় এক হবে মোর হৃদয় ও তার আকুল কেশ।

নাই গো তাহার শান্তি ও সুখ হের্‌ল যারে ঐ আঁখি,
তাহার চেয়ে চটুল ও-চোখ পর্দাতেই রাখ্ ঢাকি'।
রক্ত-রাঙা পথ হ'তে মোর বাঁচিয়ে চ'লো নীল আঁচল,
তোমার প্রেমের শহীদ্ অনেক রাঙিয়েছে ঐ পথতল।

ফুল্লমুখী ফুলের তোড়া পাঠিয়ে দিও ভোর-বায়ে,
তোমার দেশের ফুল-কাননের গন্ধ পাব সেই হাওয়ায়॥
প্রার্থনা তার জানায় হাফিজ্—শুন্‌নেওয়ালা কও, 'আমীন!'
প্রিয়া আমার মৌ-মিঠে তার চূণীর ঠোঁটের চুম বিলায়॥

## জাতীয় সঙ্গীত

॥ ১৭ ॥

বৃহন্নট-কেদারা—একতালা

কোরাস্:
দুর্গম গিরি, কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার॥

তিমির রাত্রি, মাতৃমন্ত্রী শান্ত্রীরা সাবধান!
যুগ-যুগান্ত-সঞ্চিত ব্যথা ঘোষিয়াছে অভিযান।
ফেনাইয়া ওঠে বঞ্চিত বুকে পুঞ্জিত অভিমান,
ইহাদেরে পথে নিতে হবে সাথে, দিতে হবে অধিকার॥

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃ-মুক্তি-পণ!
'হিন্দু না ওরা মুস্‌লিম?' ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কান্ডারী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র॥

গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ ;
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ ॥
কাণ্ডারী ! তুমি ভুলিবে কি পথ ? ত্যজিবে কি পথ-মাঝ ?
করে হানাহানি, তবু চল টানি', নিয়াছ যে মহাভার ॥

কাণ্ডারী ! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালির খুনে লাল হ'ল যেথা ক্লাইবের খঞ্জর !
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার ॥

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তা'রা, দিবে কোন্ বলিদান ?
আজি পরীক্ষা জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ॥

---

খঞ্জর—তরবারি।

॥ ১৮ ॥

কীর্তন-বাউল—লোফা

আমরা শক্তি আমরা বল, আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল !
আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙ্গা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে রাঙাই বিষম চলার ঘায় !
যুগে যুগে রক্তে মোদের সিক্ত হ'ল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের কক্ষচ্যুত ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন আমরা পশি নীল অতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

আমরা ধরি মৃত্যু রাজার যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ,
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

সবাই যখন বুদ্ধি যোগায়, আমরা করি ভুল।
সাবধানীরা বাঁধ বাঁধে সব, আমরা ভাঙি কূল।
দারুণ রাতে আমরা তরুণ রক্তে করি পথ পিছল!
আমরা ছাত্রদল॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্য-কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ-শতাব্দীর!
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মা'র শ্যাম আঁচল!
আমরা ছাত্রদল॥

আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ,
মোদের স্বর্গ-পথের আভাস দেখায় আকাশ-ছায়াপথ!
মোদের চোখে বিশ্ববাসীর স্বপ্ন দেখা হোক সফল।
আমরা ছাত্রদল॥

॥ ১৯ ॥

মার্চের সুর

টলমল টলমল পদভরে, বীরদল চলে সমরে॥
খরধার তরবার, কোটিতে দোলে,
রনন ঝনন রণ-ডঙ্কা বোলে,
ঘন তূর্য-রোলে শোক-মৃত্যু ভোলে,
দেয় আশিস্ সূর্য সহস্র করে॥

চলে শ্রান্ত দূর পথে, মরু দুর্গম পর্বতে,
চলে বন্ধু-বিহীন একা।

মোছে রক্তে ললাট-কলঙ্ক-লেখা।
কাঁপে মন্দিরে ভৈরবী একি বলিদান !
জাগে নিশঙ্ক শঙ্কর ত্যজিয়া শ্মশান।
দোলে ঈশান-মেঘে কাল-প্রলয়-নিশান,
বাজে ডম্বর, অম্বর কাঁপিছে ডরে॥

॥ ২০ ॥

ইমন-বেলাওল—তেওড়া

যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি'
ঝড়ের বন্ধু, আঁধার নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা তরী॥

মোদের পথের ইঙ্গিত ঝলে বাঁকা বিদ্যুতে কালো-মেঘে,
মরু-পথে জাগে নব অঙ্কুর মোদের চলার ছোঁওয়া লেগে,
মোদের মন্ত্রে গোরস্থানের আঁধারে ওঠে গো প্রাণ জেগে,
দীপ-শলাকার মতো মোরা ফিরি ঘরে ঘরে আলো সঞ্চরি'॥

নব জীবনের 'ফোরাত'-কূলে গো কাঁদে 'কারবালা' তৃষ্ণাতুর,
ঊর্ধ্বে শোষণ-সূর্য, নিম্নে তপ্ত বালুকা ব্যথা-মরুর।
ঘিরিয়া য়ূরোপ-'এজিদে'র সেনা এপার ওপার নিকট দূর,
এরি মাঝে মোরা 'আব্বাস' সম পানি আনি প্রাণ পণ করি'॥

যখন জালিম্ 'ফেরাউন' চাহে 'মুসা' ও সত্যে মারিতে ভাই,
নীল দরিয়ার মোরা তরঙ্গ, বন্যা আনিয়া তারে ডুবাই।
আজো 'নমরুদ' 'ইব্‌রাহিমে'রে মারিতে চাহিছে সর্বদাই,
আনন্দ-দূত মোরা সে আগুনে ফোটাই পুষ্প-মঞ্জরী॥

ভরসার গান শুনাই আমরা ভয়ের ভূতের এই দেশে,
জরা-জীর্ণেরে যৌবন দিয়া সাজাই নবীন বর-বেশে।
মোদের আশার ঊষার রঙে গো রাতের অশ্রু যায় ভেসে,
মশাল জ্বালিয়া আলোকিত করি ঝড়ের নিশীথ-শর্বরী॥

নূতন দিনের নব যাত্রীরা চলিবে বলিয়া এই পথে
বিছাইয়া যাই আমাদের প্রাণ, সুখ, দুখ, সব আজি হ'তে।

ভবিষ্যতের স্বাধীন-পতাকা উড়িবে যে দিন জয়-রথে
আমরা হাসিব দূর তারা-লোকে ওগো তোমাদের সুখ স্মরি'॥

---

ফোরাত—আরবের এই নদীরই তীরে 'কারবালা' প্রান্তরে হজরত মোহাম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন এজিদের সৈন্য কর্তৃক শহীদ হন।
আব্বাস—কারবালা-যুদ্ধের অমর বীর। ইঁহার দুই হাত শত্রু কর্তৃক কর্তিত হইলে দাঁত দিয়া জলের মশক আনিয়াছিলেন।
জালিম—অত্যাচারী॥ ফেরাউন, মুসা—Pharaoh এবং Moses। মুসাকে মারিতে যাইয়া মিসরের নীল নদীতে সসৈন্য ফেরাউন ডুবিয়া মারা যায়।
নমরুদ, ইব্‌রাহিম—ঈশ্বরদ্রোহী নমরুদ ইব্‌রাহিম পয়গাম্বরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে, ঈশ্বরের মহিমায় সে আগুন ফুলবন হইয়া উঠে।

॥ ২১ ॥

মার্চের সুর

কোরাস :—

চল্—চল্—চল্!
ঊর্ধ্ব-গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণী-তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল্ রে চল্ রে চল্
চল্—চল্—চল্॥
ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত, আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত, বাধার বিন্ধ্যাচল।
নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ, বাহুতে নবীন বল।
চল্ রে নৌ-জোয়ান, শোন রে পাতিয়া কান—
মৃত্যু-তোরণ-দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান।
ভাঙ্ রে ভাঙ্ আগল, চল্ রে চল্ রে চল্
চল্—চল্—চল্॥
ঊর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ—
শহীদী-ঈদের সেনারা সাজ,
দিকে দিকে চলে কুচ্ কাওয়াজ
খোল্ রে নিঁদ্-মহল!
কবে সে খোয়ালি বাদ্‌শাহি
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্ অশ্রুজল।

যাক্ রে তখ্‌ত্-তাউস্
জাগ্ রে জাগ্ বেহুঁশ !
ডুবিল রে দেখ্ কত পারস্য
কত রোম গ্রীক্ রুষ,
জাগিল তা'রা সকল,
জেগে ওঠ্ হীনবল !
আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধূলায় তাজমহল।
চল্—চল্—চল্॥

---

শহীদী ঈদ—বলিদান-উৎসব॥ কুচ্‌কাওয়াজ—প্যারেড॥ তখ্‌ত্-তাউস—ময়ূর-সিংহাসন॥

॥ ২২॥

মান্দ্—কাওয়ালি

বাজ্‌ল কি রে ভোরের সানাই নিঁদ-মহলার আঁধার-পুরে
শুন্‌ছি আজান গগন-তলে অতীত-রাতের মিনার-চূড়ে॥
সরাই-খানার যাত্রীরা কি
'বন্ধু জাগো' উঠল হাঁকি'?
নীড় ছেড়ে ঐ প্রভাত-পাখি
গুলিস্তানে চল্‌ল উড়ে'।

আজ কি আবার কা'বার পথে
ভিড় জমেছে প্রভাত হ'তে।
নামল কি ফের হাজার স্রোতে
'হেরা'র জ্যোতি জগৎ জুড়ে'॥

আবার 'খালিদ' 'তারিক' 'মুসা'
আনল কি খুন-রঙিন্ ভূষা,
আস্‌ল ছুটে 'হাসীন্' উষা
'নও-বেলালে'র শিরীন্ সুরে॥

তীর্থ-পথিক দেশ বিদেশের
'আরফাতে' আজ জুটল কি ফের,
'লা শরীক আল্লাহ্'-মন্ত্রের
নামল কি বান পাহাড় 'তূরে'॥

আঁজলা ভ'রে আনলো কি প্রাণ
কারবালাতে বীর শহীদান ;
আজ্‌কে রওশন জমিন-আসমান
নওজোয়ানীর সুর্‌খ্‌-নূরে॥

---

গুলিস্তান—ফুল-কানন॥ হেরা—এই পর্বত-গুহায় হজরত মোহাম্মদ প্রত্যাদেশ পান॥ খালিদ, তারিক, মুসা—মুসলিম-অভ্যুত্থানে সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতিবৃন্দ॥ হাসীন—সুন্দর॥ নও-বেলাল—নব বেলাল॥ বেলাল মুসলমান ধর্মের অভ্যুত্থান-দিনের প্রথম মুয়াজ্জিন॥ শিরীন—মিষ্টি॥ আরফাত—মক্কার এই ময়দানে পৃথিবীর সমস্ত হাজি সমবেত হন॥ লা শরীক্‌ আল্লাহ্‌—ঈশ্বর ভিন্ন অন্য উপাস্য নাই॥ তূর—এই পাহাড়ে মুসা ঈশ্বরের দর্শন পান॥ সুর্‌খ্‌-নূর—রক্ত-আলোক॥ রওশন—উজ্জ্বল॥ শহীদান—শহীদগণ॥

॥ ২৩ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি !
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হাল্‌কা হাওয়ায় আসলে ভেসে সুদূর বরাতি !
শবে'রাত আজ উজালা গো আঙিনায় জ্বল্‌ল দীপালি॥
তালি-বন ঝুম্‌কি বাজায়, গায় "মোবারক-বাদ" কোয়েলা।
উল্‌সি' উপসে প'ল পলাশ-অশোক-ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙা ঐ দেউল-চূড়ে উঠ্‌ল বুঝি নৌ-চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ্‌-আকাশ বেয়ে তরুণ হারুন-আল্‌-রশীদ।
এল কি আল্‌-বেরুণী, হাফিজ, খৈয়াম, কায়েস, গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভয়্‌রোঁ বাজায়, নিঁদ-মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী।
কারুনের রূপার পুরে নূপুর-পায়ে আসল রূপ-ওয়ালী॥
খুশির এ বুল্‌বুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরী।
লাল এ লায়লি-লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালি॥
বাসিফুল কুড়িয়ে মালা না-ই গাঁথিলি, রে ফুল-মালি।
নবীনের আসার পথে উজাড় ক'রে দে ফুল-ডালি॥

---

মোবারক-বাদ—কল্যাণ-প্রশস্তি॥ কারুন—ধন-কুবের॥ শবে'রাত—মুসলমানদের এক উৎসব-রাত্রি॥

॥ ২৪ ॥

মার্চের সুর

অগ্রপথিক হে সেনাদল, জোর কদম্ চল্ রে চল্।
রৌদ্রদগ্ধ মাটিমাখা শোন্ ভাইরা মোর,
বাসি বসুধায় নব অভিযান আজিকে তোর!
রাখ্ তৈয়ার হাথেলিতে হাতিয়ার জোয়ান,
হান্ রে নিশিত পাশুপতাস্ত্র অগ্নিবাণ।
কোথায় হাতুড়ি, কোথায় শাবল?
অগ্র-পথিক রে সেনাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

কোথায় মানিক ভাইরা আমার, সাজ্ রে সাজ্!
আর বিলম্ব সাজে না চালাও কুচ্‌কাওয়াজ!
আমরা নবীন তেজ-প্রদীপ্ত বীর তরুণ
বিপদ বাধার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া শুষিব খুন!
আমরা ফলাব ফুল-ফসল।
অগ্র-পথিক রে যুবাদল, জোর্ কদম চল্ রে চল্।

প্রাণ-চঞ্চল প্রাচী-র তরুণ, কর্মবীর,
হে মানবতার প্রতীক গর্ব-উচ্চশির!
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, তোরা দৃপ্তপদ
সকলের আগে চলিবি পারায়ে গিরি ও নদ,
মরু-সঞ্চর গতি চপল।
অগ্র-পথিক রে পাঁওদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

স্থবির শ্রান্ত প্রাচী-র প্রাচীন জাতিরা সব
হারায়েছে আজ দীক্ষা দানের সে গৌরব।
অবনত-শির গতিহীন তারা, মোরা তরুণ
বহিব সে ভার, লব শাশ্বত ব্রত দারুণ,
শিখাব নতুন মন্ত্রবল।
রে নব পথিক যাত্রীদল, জোর্ কদম চল্ রে চল্॥

আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা অতীত,
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা প্রান্তরে গাহিব গীত।
সৃজিব জগৎ বিচিত্রতর, বীর্যবান্,
তাজা জীবন্ত সে নব সৃষ্টি শ্রম-মহান্
চলমান-বেগে প্রাণ-উছল।
রে নব যুগের স্রষ্টাদল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্।

অভিযান-সেনা আমরা ছুটিব দলে দলে
বনে নদীতটে গিরি-সঙ্কটে জলে-থলে।
লংঘিব খাড়া পর্বত-চূড়া অনিমেষে,
জয় করি' সব তস্‌নস্‌ করি' পায়ে পিষে—
অসীম সাহসে ভাঙি' আগল !
না-জানা পথের নকীব-দল, জোর্‌ কদম্‌ চল্‌ রে চল্‌॥

পাতিত করিয়া শুষ্ক বৃদ্ধ অটবীরে
বাঁধ বাঁধি' চলি দুস্তর খর স্রোত-নীরে।
রসাতল চিরি' হীরকের খনি করি' খনন,
কুমারী ধরার গর্ভে করি গো ফুল সৃজন,
পায়ে হেঁটে মাপি ধরণীতল !
অগ্র-পথিক রে চঞ্চল, জোর্‌ কদম্‌ চল্‌ রে চল্‌॥

আমরা এসেছি নবীন প্রাচী-র নবস্রোতে
ভীম পর্বত ক্রকচ-গিরির চূড়া হ'তে,
উচ্চ অধিত্যকা প্রণালিকা হইয়া পার
আহত বাঘের পদ-চিন্‌ ধরি হয়েছি বা'র ;
পাতাল ফুঁড়িয়া, পথ-পাগল।
অগ্র-বাহিনী পথিক দল, জোর্‌ কদম্‌ চল্‌ রে চল্‌॥

অভয়-চিত্ত ভাবনা-মুক্ত যুবারা শুন্‌।
মোদের পিছনে চিৎকার করে পশু, শকুন।
ভ্রূকুটি হানিছে পুরাতন পচা গলিত শব,
রক্ষণ-শীল বুড়োরা করিছে তাহারি স্তব,
শিবারা চেঁচাক, শিব অটল !
নির্ভীক বীর পথিক-দল, জোর্‌ কদম্‌ চল্‌ রে চল্‌॥

আগে—আরো আগে সেনা-মুখ যথা করিছে রণ,
পলকে হতেছে পূর্ণ মৃতের শূন্যাসন,
আছে ঠাঁই আছে, কে থামে পিছনে ? হ' আগুয়ান,
যুদ্ধের মাঝে পরাজয় মাঝে চলো জোয়ান্‌ !
জ্বাল্‌ রে মশাল জ্বাল্‌ অনল !
অগ্র-যাত্রী রে সেনাদল, জোর্‌ কদম্‌ চল্‌ রে চল্‌॥

ওগো ও প্রাচী-র দুলালী দুহিতা তরুণীরা,
ওগো জায়া, ওগো ভগিনীরা ! ডাকে সঙ্গীরা।

তোমরা নাই গো, লাঞ্ছিত মোরা তাই আজি,
উঠুক তোমার মণি-মঞ্জীর ঘন বাজি'
আমাদের পথে চল-চপল।
অগ্র-পথিক তরুণ-দল, জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

নেমেছে কি রাতি, ফুরায় না পথ সুদুর্গম?
কে থামিস্ পথে ভগ্নোৎসাহ নিরুদ্যম?
ব'সে নে খানিক পথ-মঞ্জিলে, ভয় কি ভাই,
থামিলে দু'দিন ভোলে যদি লোকে—ভুলুক তাই!
মোদের লক্ষ্য চির-অটল!
অগ্র-পথিক ব্রতীর দল, বাঁধ্ রে বুক, চল্ রে চল্॥

শুনিতেছি আমি, শোন্ ঐ দূরে তূর্য-নাদ
ঘোষিছে নবীন উষার উদয়-সুসংবাদ!
ওরে ত্বরা কর্! ছুটে চল আগে—আরো আগে!
গান গেয়ে চলে অগ্রবাহিনী, ছুটে চল্ তারো পুরোভাগে!
তোর অধিকার কর দখল।
অগ্র-নায়ক রে পাঁওদল! জোর্ কদম্ চল্ রে চল্॥

---

'অগ্রপথিক হে সেনাদল' কবিতাটি নজরুলের 'জিঞ্জীর' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থেও রয়েছে। 'জিঞ্জীর'এ কবিতাটি দীর্ঘতর এবং 'নজরুল-গীতিকা'য় সংকলিত কবিতার সঙ্গে অনেক পাঠভেদ রয়েছে। স্তবক-বিন্যাসও অনেক ক্ষেত্রে ভিন্নতর।

॥ ২৫ ॥

ইন্টার-ন্যাশন্যাল সঙ্গীতের সুর

জাগো—
জাগো অনশন-বন্দী ওঠ রে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত!
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি'
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি' অভিনব ধরণী ওরে ঐ আগত॥
আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি' দৈত্য কারা
আয় সর্বহারা!
কেহ রহিবে না আর পর-পদ আনত!!

কোরাস :

নব ভিত্তি 'পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে !
শোন্ অত্যাচারী শোন্ রে সঞ্চয়ী !
ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী ! !
ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ !
এই 'অন্তর-ন্যাশনাল সংহতি' রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত ॥

॥ ২৬ ॥

সিন্ধুড়া—একতালা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী ॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
'ম্যায় ভুখা হুঁ'র ক্রন্দন-রবে নাচায়ে তুলিলে ধমনী ॥

এস বাঙলার চাঁদ-সুলতানা বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের বীর-নারীদের ছায়া গো।

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া ;
তব আগমনে নব-বাঙলার কাটুক আঁধার রজনী ॥

॥ ২৭ ॥

রাগমালা (মালকৌষ-ভৈরব-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রীপঞ্চম নটনারায়ণ)

তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ॥
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখির ঝড়।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্।
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

আসছে এবার অনাগত প্রলয়-নেশার নৃত্য-পাগল,
সিন্ধু-পারের সিংহ-দ্বারে ধমক হেনে ভাঙল আগল !
মৃত্যু-গহন অন্ধ-কূপে
মহাকালের চণ্ড-রূপে—ধূম্র-ধূপে
বজ্র-শিখার মশাল জ্বেলে আস্‌ছে ভয়ঙ্কর—
ওরে ঐ হাস্‌ছে ভয়ঙ্কর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ঝামর তাহার কেশের দোলায় ঝাপটা মেরে গগন দুলায়,
সর্বনাশী জ্বালা-মুখী ধূমকেতু তার চামর ঢুলায় !
বিশ্বপাতার বক্ষ-কোলে
রক্ত তাহার কৃপাণ ঝোলে দোদুল্ দোলে !
অট্টরোলের , হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর—
ওরে ঐ স্তব্ধ চরাচর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

দ্বাদশ রবির বহ্নি-জ্বালা ভয়াল তাহার নয়ন কটায়,
দিগন্তরের কাঁদন লুটায় পিঙ্গল তার ত্রস্ত জটায় !
বিন্দু তাহার নয়ন-জলে
সপ্ত মহাসিন্ধু দোলে কপোল-তলে !
বিশ্ব-মায়ের আসন তারি বিপুল বাহুর 'পর—
হাঁকে ঐ 'জয় প্রলয়ঙ্কর !'
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

মাভৈঃ মাভৈঃ ! জগৎ জুড়ে প্রলয় এবার ঘনিয়ে আসে,
জরায়-মরা মুমূর্ষুদের প্রাণ-লুকানো ঐ বিনাশে ॥
এবার মহা-নিশার শেষে
আসবে উষা অরুণ হেসে করুণ বেশে।
দিগম্বরের জটায় লুটায় শিশু-চাঁদের কর,
আলো তার ভরবে এবার ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ঐ সে মহাকাল-সারথি রক্ত-তড়িত চাবুক হানে,
রণিয়ে ওঠে হ্রেষার কাঁদন বজ্র-গানে ঝড়-তুফানে !
ক্ষুরের দাপট তারায় লেগে উল্কা ছুটায় নীল খিলানে—
গগন-তলের নীল খিলানে।
অন্ধ কারার বন্ধ কূপে
দেব্‌তা বাঁধা যজ্ঞ-যূপে পাষাণ-স্তূপে !
এই তো রে তাঁর আসার সময় ঐ রথ-ঘর্ঘর—
শোনা যায় ঐ রথ-ঘর্ঘর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর ?—প্রলয় নূতন সৃজন বেদন,
আসছে নবীন—জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন !
তাই সে এমন কেশে বেশে
প্রলয় বয়েও আসছে হেসে—মধুর হেসে !
ভেঙে আবার গড়তে জানে সে চির-সুন্দর !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

ঐ ভাঙা-গড়া খেলা যে তার কিসের তবে ডর ?
তোরা সব জয়ধ্বনি কর !—বধূরা প্রদীপ তুলে ধর্।
কাল ভয়ঙ্করের বেশে এবার ঐ আসে সুন্দর !—
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ !
তোরা সব জয়ধ্বনি কর্ ! !

॥ ২৮ ॥

বেহাগ-খাম্বাজ—কাওয়ালি

অমর কানন মোদের অমর-কানন
বন কে বলে রে ভাই, আমাদের তপোবন
আমাদের তপোবন॥

এর দক্ষিণে 'শালী' নদী কূল,—কুলু বয়,
তার কূলে কূলে শাল-বীথি ফুলে ফুলময়,

হেথা ভেসে আসে জলে-ভেজা দখিনা মলয়,
হেথা মহুয়ার মউ খেয়ে মন উচাটন॥

দূর প্রান্তর-ঘেরা আমাদের বাস,
দুধ-হাসি হাসে হেথা কচি দুব-ঘাস,
উপরে মায়ের মত চাহিয়া আকাশ
বেণু-বাজা মাঠে হেথা চরে ধেনুগণ॥

মোরা নিজ হাতে মাটি কাটি নিজে ধরি হাল,
সদা খুসী-ভরা বুক হেথা হাসি-ভরা গাল,
মোরা বাতাস করি ভেঙে হরিতকী-ডাল,
হেথা শাখায় শাখায় পাখি, গানের মাতন॥

প্রহরী মোদের ভাই 'পূরবী' পাহাড়,
'শুশুনিয়া' আগুলিয়া পশ্চিম দ্বার,
ওরে উত্তরে উত্তরী কানন বিথার,
দূরে ক্ষণে ক্ষণে হাতছানি দেয় তালি-বন॥

হেথা ক্ষেত-ভরা ধান নিয়ে আসে অঘ্রাণ,
হেথা প্রাণে ফোটে ফুল, হেথা ফুলে ফোটে প্রাণ,
ওরে রাখাল সাজিয়া হেথা আসে ভগবান,
মোরা নারায়ণ-সাথে খেলা খেলি অনুখন॥

মোরা বটের ছায়ায় বসি' করি গীতা পাঠ,
আমাদের পাঠশালা চাষী-ভরা মাঠ,
গাঁয়ে গাঁয়ে আমাদের মায়েদের হাট,
ঘরে ঘরে ভাই বোন বন্ধু স্বজন॥

॥ ২৯ ॥

সারং—কাওয়ালি

জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টিকা॥

দিকে দিকে মেলি' তব লেলিহান রসনা,
নেচে চল উন্মাদিনী দিগ্‌বসনা,
জাগো হতভাগিনী ধর্ষিতা নাগিনী,
বিশ্ব-দাহন তেজে জাগো দাহিকা॥

ধু ধু জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি,
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি!

পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গ-স্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদ-দলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা,
চির-বিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥

॥ ৩০ ॥

ব্যান্ডের সুর

মোরা ঝন্‌ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মতো চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মতো নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল॥
মোরা আকাশের মত বাধাহীন,
মোরা মরু-সঞ্চর বেদুইন,
মোরা জানি না কো রাজা রাজ্‌-আইন,
মোরা পরি না শাসন-উদূখল।
মোরা বন্ধন-হীন জন্ম-স্বাধীন, চিত্ত মুক্ত শতদল।
মোরা সিন্ধু-জোয়ার কল কল,
মোরা পাগলাঝোরার ঝরা জল
কল-কল-কল্‌ ছল-ছল-ছল্‌, কল-কল-কল্‌ ছল-ছল-ছল্‌॥
মোরা দিল্‌-খোলা প্রান্তর,
মোরা শক্তি-অটল মহীধর,
মোরা মুক্ত-পক্ষ নভোচর,
মোরা হাসি গান সম উচ্ছল।
মোরা বৃষ্টির জল বনফল খাই, শয্যা শ্যামল বনতল।
মোরা প্রাণ-দরিয়ায় কল কল্‌
মোরা মুক্ত ধারার ঝরা জল
চল চঞ্চল কল কল কল্‌ ছল ছল ছল্‌ ছল ছল ছল্‌॥

# ঠুংরী

॥ ৩১ ॥

রামকেলি—ঠুংরী

ভোরের হাওয়া এলে ঘুম ভাঙাতে কি
চুম হেনে নয়ন-পাতে।
ঝিরি ঝিরি ধীরি ধীরি কুণ্ঠিত ভাষা
গুণ্ঠিতারে শুনাতে॥

হিম-শিশিরে মাজি' তনুখানি
ফুল-অঞ্জলি আন ভরি' দুই পাণি,
ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা ফুলদানি
বিশ্ব-সুষমা-সভাতে॥

॥ ৩২ ॥

পিলু—কাওয়ালি

কোথা চাঁদ আমার !
নিখিল ভুবন মোর ঘিরিল আঁধার॥
ওগো বন্ধু আমার, হ'তে কুসুম যদি,
রাখিতাম কেশে তুলি' নিরবধি।
রাখিতাম বুকে চাপি' হ'তে যদি হার॥

আমার উদয়-তারার শাড়ি ছিঁড়েছে কবে,
কামরাঙা শাঁখা আর হাতে কি রবে।
ফিরে এসো, খোলা আজো দখিন-দুয়ার॥

॥ ৩৩ ॥

তিলক-কামোদ-পিলু—কাওয়ালি

আধো ধরণী আলো আধো আঁধার।
কে জানে দুখ-নিশি পোহাল কার॥

আধো কঠিন ধরা আধেক জল,
আধো মৃণাল-কাঁটা আধো কমল।
আধো সুর, আধো সুরা—বিরহ, বিহার॥
আধো ব্যথিত বুকের আধেক আশা,
আধেক গোপন আধেক ভাষা !
আধো ভালোবাসা আধেক হেলা
আধেক সাঁঝ আধো প্রভাত-বেলা
আধো রবির আলো—আধো নীহার॥

॥ ৩৪ ॥

তিলক-কামোদ-দেশ—কাওয়ালি

একডালি ফুলে ওরে সাজাব কেমন ক'রে।
মেঘে মেঘে এলোচুলে আকাশ গিয়াছে ভরে'।
সাজাব কেমন ক'রে॥
কেন দিলে বনমালী এইটুকু বন-ডালি,
সাজাতে কি না সাজাতে কুসুম হইল খালি।
ছড়ায়েছে ফুলদল অভিমানে ডালি ধ'রে॥

কেতকী ভাদর-বধূ ঘোমটা টানিয়া কোণে
লুকায়েছে ফণি-ঘেরা গোপন কাঁটার বনে।
কামিনী ফুল মানা মানে না ছুঁতে পড়েছে ঝ'রে।

গন্ধ-মাতাল চাঁপা দুলিছে নেশার ঝোঁকে,
নিলাজি টগর-বালা চাহিয়া ডাগর চোখে,
দেখিয়া ঝরার আগে বকুল গিয়াছে ম'রে॥

॥ ৩৫ ॥

সিন্ধু কাফি—কাওয়ালি

নাম-হারা ঐ গাঙের পারে বনের কিনারে
বেতস-বেণুর বনে কে ঐ বাজায় বীণা রে॥

লতায় পাতায় সুনীল রাগে
সে-সুর সোহাগ-পুলক লাগে,
সে সুর ঘুমায় দিগঙ্গনার শয়ন-লীনা রে।
আমি কাঁদি, এ সুর আমার চির-চেনা রে॥

ফাগুন মাঠে শিস্ দিয়ে যায় উদাসী তার সুর,
শিউরে ওঠে আমের মুকুল ব্যথায় ভারাতুর।
সে সুর কাঁপে উতল হাওয়ায়,
কিশলয়ের কচি চাওয়ায়,
সে চায় ইশারায় অস্তাচলের প্রাসাদ-মিনারে।
আমি কাঁদি, এই তো আমার চির-চেনা রে॥

॥ ৩৬ ॥

সাহানা—আদ্ধা-কাওয়ালি

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি
আমার এ রূপ—সে যে তোমার ভালবাসার ছবি॥

আপন জেনে হাত বাড়ালো
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা-তারা পূবের অরুণ রবি,—
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি॥

আমার আমি লুকিয়েছিল তোমার ভালোবাসায়,
আমার আশা বাইরে এলো তোমার হঠাৎ আসায়।
তুমিই আমার মাঝে আসি'
অসিতে মোর বাজাও বাঁশি
আমার পূজার যা আয়োজন তোমার প্রাণের ছবি।
আমার বাণী, জয়মাল্য, রাণি! তোমার সবি॥

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এ রূপ,—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥

॥ ৩৭ ॥

ভীমপলাশী—মধ্যমান

আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে
আমার লুটিয়ে-পড়া দেহ তখন ধর্‌বে কি ঐ কোলে?

বাড়িয়ে বাহু আস্‌বে ছুটে?
ধর্‌বে চেপে পরান-পুটে!
বুকে রেখে চুম্‌বে কি মুখ নয়ন-জলে গ'লে?
আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে॥

তুমি এতদিন যা দুখ দিয়েছ হেনে অবহেলা,
তা ভুলবে না কি যুগের পরে ঘরে-ফেরার বেলা?
বল বল জীবন-স্বামী,
সেদিনও কি ফির্‌ব আমি?
অন্তকালেও ঠাঁই পাব না ঐ চরণের তলে?
আমি শ্রান্ত হ'য়ে আস্‌ব যখন পড়্‌বো দোরে ট'লে॥

॥ ৩৮ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে,
যেন এম্‌নি কাটে আস্‌ছে-জনম তোমায় ভালবেসে॥

এমনি আদর, এম্‌নি হেলা,
মান-অভিমান এম্‌নি খেলা,
এম্‌নি ব্যথার বিদায়-বেলা এম্‌নি চুমু হেসে,
যেন খণ্ড মিলন পূর্ণ করে নতুন জীবন এসে।
এবার ব্যর্থ আমার আশা যেন সফল প্রেমে মেশে।
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ বরষের শেষে॥

যেন আর না কাঁদায় দ্বন্দ্ব-বিরোধ, হে মোর জীবন-স্বামী,
এবার এক হ'য়ে যাক প্রেমে তোমার তুমি আমার আমি।

আপন সুখকে বড় ক'রে
যে-দুখ পেলেম জীবন ভ'রে
এবার তোমার চরণ ধ'রে নয়ন-জলে ভেসে
যেন পূর্ণ ক'রে তোমায় জিনে সব-হারানোর দেশে
মোর মরণ-জয়ের বরণ-মালা পরাই তোমার কেশে,
আজ চোখের জলে প্রার্থনা মোর শেষ-বিদায়ের শেষে॥

॥ ৩৯ ॥

জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ—দাদ্‌রা

ছাড়িতে পরান নাহি চায়
তবু যেতে হবে, হায়,
মলয়া মিনতি করে
তবু কুসুম শুকায়॥
র'বে না এ মধু রাতি
জানি তবু মালা গাঁথি,
মালা চলিতে দলিয়া যাবে
তবু চরণে জড়ায়॥

যে-কাঁটার জ্বালা স'য়ে
ফোটে ব্যথা ফুল হ'য়ে,
আমি কাঁদিব সে কাঁটা ল'য়ে
নিশীথ-বেলায়॥
তুমি র'বে যবে পরবাসে,
আমি দূর নীলাকাশে
জাগিব তোমারি আশে
নূতন তারায়॥

॥ ৪০ ॥

দেশ পিলু—দাদ্‌রা

আধাঁর রাতে কে গো একেলা
নয়ন-সলিলে ভাসালে ভেলা॥

কাঁদিয়া কারে খোঁজো ওপারে
আজো যে তোমার প্রভাত বেলা॥

কি দুখে আজি যোগিনী সাজি
আপনারে লয়ে এ হেলা-ফেলা॥

সোনার কাঁকন ও দুটি করে
হের গো জড়ায়ে মিনতি করে।

খুলিয়া ধুলায় ফেলো না গো তায়,
সাধিছে নূপুর চরণ ধ'রে।

হের গো তীরে কাঁদিয়া ফিরে
আজি ও-রূপের রঙের মেলা॥

॥ ৪১ ॥

খাম্বাজ-পিলু—দাদ্‌রা

আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী
এ কোন্ সোনার গাঁয়॥
আমার ভাটির তরী আবার কেন
উজান যেতে চায়॥

আমার দুখেরে কাণ্ডারী করি'
আমি ভাসিয়েছিলাম ভাঙা তরী,
তুমি ডাক দিলে কে স্বপন-পরি
নয়ন-ইশারায়॥

আমার নিবিয়ে দিয়ে ঘরের বাতি
ডেকেছিলে ঝড়ের রাতি,
তুমি কে এলে মোর সুরের সাথী
গানের কিনারায়॥

ওগো সোনার দেশের সোনার মেয়ে,
তুমি হবে কি মোর তরীর নেয়ে,
এবার ভাঙা তরী চল বেয়ে
রাঙা অলকায়॥

॥ ৪২ ॥

নটমল্লার-ছায়ানট—কাওয়ালি

হাজার তারার হার হ'য়ে গো
দুলি আকাশ-বীণার গলে।
তমাল-ডালে ঝুলন ঝুলাই
নাচাই শিখী কদম-তলে॥

'বৌ কথা কও' ব'লে পাখি
করে যখন ডাকাডাকি,
ব্যথার বুকে চরণ রাখি'
নামি বধূর নয়ন-জলে॥

ভয়ঙ্করের কঠিন আঁখি
আঁখির জলে করুণ করি,
নিঙাড়ি' নিঙাড়ি' চলি
আকাশ-বধূর নীলাম্বরী।

লুটাই নদীর বালুতটে,
সাধ ক'রে যাই বধূর ঘটে,
সিনান-ঘাটের শিলাপটে
ঝরি চরণ-ছোঁওয়ার ছলে॥

॥ ৪৩ ॥

বেহাগ—দাদ্‌রা

কেন দিলে এ কাঁটা যদি গো কুসুম দিলে
ফুটিত না কি কমল ও কাঁটা না বিঁধিলে॥

কেন এ আঁখিকূলে বিধুর অশ্রু দুলে,
কেন দিলে এ হৃদি যদি না হৃদয় মিলে॥

শীতল মেঘ-নীরে ডাকিয়া চাতকীরে
নীর ঢালিতে শিরে বাজ কেন হানিলে॥

যদি ফুটালে মুকুল কেন শুকাইলে ফুল,
কেন কলঙ্ক-টিপে চাঁদের ভুরু ভাঙিলে॥

কেন কামনা-ফাঁদে রূপ-পিপাসা কাঁদে,
শোভিত না কি কপোল ও-কালো তিল নহিলে॥

কাঁটা-নিকুঞ্জে কবি এঁকে যা সুখের ছবি,
নিজে তুই গোপন র'বি তোরি আঁখির সলিলে॥

॥ ৪৪ ॥

খাম্বাজ—দাদ্‌রা

সখি, ব'লো বঁধুয়ারে নিরজনে।
দেখা হ'লে রাতে ফুলবনে॥

কে করে ফুল চুরি জেনেছে ফুলমালি,
কে দেয় গহীন রাতে ফুলের কুলে কালি
জেনেছে ফুলমালি গোপনে॥

কাঁটার আড়ালে গোলাবের বাগে
ফুটায়েছে কুসুম কপট সোহাগে,
সে কুসুম ঘেরা মেহেদির বেড়া,
প্রহরী ভোমোরা সে কাননে॥

ও-পথে চোর-কাঁটা, সখি তাই ব'লে দিও,
বেঁধে না বেঁধে না লো যেন তার উত্তরীয়!
এ বনফুল লাগি' না আসে কাঁটা দলি',
আপনি যাব আমি বঁধুয়ার কুঞ্জ-গলি!
বিকাব বিনিমূলে ও-চরণে!!

॥ ৪৫ ॥

ভৈরবী—যৎ

কি হবে জানিয়া বল কেন জল নয়নে।
তুমি ত ঘুমায়ে আছ সুখে ফুল-শয়নে॥

তুমি কি বুঝিবে বালা কুসুমে কীটের জ্বালা,
কারো গলে দোলে মালা কেহ ঝরে পবনে॥

আকাশের আঁখি ভরি' কে জানে কেমন করি'
শিশির পড়ে গোঁ ঝরি,' ঝরে বারি শাওনে।

নিশীথে পাপিয়া পাখি এমনি ত ওঠে ডাকি'
তেমনি ঝুরিছে আঁখি বুঝি বা অকারণে॥

কে শুধায়, আঁধার চরে চখা কেন কেঁদে মরে,
এমনি চাতক-তরে মেঘ ঝুরে গগনে॥

কারে মন দিলি কবি, এ যে রে পাষাণ-ছবি,
এ শুধু রূপের রবি নিশীথের স্বপনে।॥

## গজল

॥ ৪৬ ॥

কালাংড়া—কাশ্মিরী খম্‌টা

রেশ্‌মি চুড়ির শিঞ্জিনীতে রিম্‌ঝিমিয়ে মরম-কথা
পথের মাঝে চম্‌কে'কে গা থম্‌কে যায় ঐ শরম-নতা॥
কাঁখ চুমা তার কলসি-ঠোঁটে
উল্লাসে জল উল্‌সি' ওঠে,
অঙ্গে নিলাজ পুলক ছোটে
বায় যেন হায় নরম লতা॥

অ-চকিতে পথের মাঝে পথ-ভুলানো পরদেশিকে
হানলে দিঠি পিয়াস-জাগা পথবালা এই উর্বশীকে !
শূন্য তাহার কন্যা হিয়া
ভরল বধূর বেদনা নিয়া,
জাগিয়ে গেল পরদেশিয়া
বিধুর বধূর মধুর ব্যথা ॥

॥ ৪৭ ॥

পিলু-খাম্বাজ—কাহারবা

বেসুর বীণায় ব্যথার সুরে বাঁধব গো
পাষাণ-বুকে, নিঝর হ'য়ে কাঁদব গো ॥
কূলের কাঁটায় স্বর্ণলতার দুলব হার,
ফণীর ডেরায় কেয়ার কানন ফাঁদব গো ॥
ব্যাধের হাতে শুনব সাধের বংশী-সুর,
আসলে মরণ চরণ ধ'রে সাধব গো ॥

॥ ৪৮ ॥

বিভাস মিশ্র—দাদরা

দুলে আলো-শতদল টলমল টলমল।
চল লো মেলি' পাখা রঙিন লঘু চপল ॥

যদি অনল-শিখায় এ পাখা পুড়িয়া যায়
ক্ষতি কি—ভালোবাসায় জ্বলিতে আসা কেবল

কাঁটার কাননে ফুল তুলিতে বিঁধে আঙুল,
মধুর এ পথভুল ফুলঝরা বনতল ॥

চলিতে ফুল দলি, চাহে যে তারে ছলি,
সেই সে পথে চলি যে পথে আলেয়া-ছল ॥

॥ ৪৯ ॥

সিন্ধু-কাফি—কাহারবা

পথে পথে ফেরো সাথে মোর বাঁশরীওয়ালা !
নওলকিশোর বাঁশরীওয়ালা ॥
তোমার নূপুর আমার চরণে
আপনি সাধিয়া পরালে কালা ॥
নিভাইয়া মোর ভবন-প্রদীপ
দেখালে নিখিল ভুবন আলা ॥
কুল লাজ মান সকল হরি'
হরি করিলে মোরে ব্রজের বালা ॥

॥ ৫০ ॥

ভৈরবী-পিলু—কার্ফা

বউ কথা কও, বউ কথা কও,
কও কথা অভিমানিনী।
সেধে সেধে কেঁদে কেঁদে
যাবে কত যামিনী ॥

সে কাঁদন শুনি' হের নামিল নভে বাদল
এলো পাতার বাতায়নে যুঁই চামেলি কামিনী ॥
আমার প্রাণের ভাষা শিখে
ডাকে পাখি 'পিউ কাহাঁ',
খোঁজে তোমায় মেঘে মেঘে
আঁখি মোর সৌদামিনী ॥

॥ ৫১ ॥

পিলু—কাহারবা

ফাগুন-রাতের ফুলের নেশায়
আগুন-জ্বালায় জ্বলিতে আসে।

যে-দীপশিখায় পুড়িয়া মরে
পতঙ্গ ঘোরে তাহারি পাশে॥

অথই দুখের পাথার জলে
সুখের রাঙা কমল দোলে,
কূলের পথিক হারায় দিশা
দিবস নিশা তাহারি বাসে॥

সুখের আশায় মেশায় ওরা
বুকের সুধায় চোখের সলিল
মণির মোহে জীবন দহে
বিষের ফণীর গরল-শ্বাসে॥

বুকের পিয়ায় পেয়ে হিয়ায়
কাঁদে পথের পিয়ার লাগি'
নিতুই নতুন স্বরগ মাগি'
নিতুই নয়ন জলে ভাসে॥

॥ ৫২ ॥

মান্দ—কাহারবা

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি।
কেউ দুখ লয়ে কাঁদে,
কেউ ভুলিতে গায় গীতি॥

কেউ শীতল জলদে
হেরে অশনির জ্বালা,
কেউ মুঞ্জরিয়া তোলে
তার শুষ্ক কুঞ্জ-বীথি॥

হেরে কমল মৃণালে
কেউ কাঁটা কেহ কমল।
কেউ ফুল দলি' চলে,
কেউ মালা গাঁথে নিতি॥

কেউ জ্বালে না আর আলো
তার চির-দুখের রাতে,
কেউ দ্বার খুলি' জাগে
চায় নব চাঁদের তিথি॥

॥ ৫৩ ॥

ভৈরবী—দাদ্‌রা

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর
নমো নমঃ, নমো নমঃ, নমো নমঃ।
শ্রাবণ-মেঘে নাচে নটবর
ঝমঝম, ঝমঝম, ঝমঝম॥

শিয়রে বসি' চুপি চুপি চুমিলে নয়ন,
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ সম, নিরুপম, মনোরম॥

মোর ফুলবনে ছিল যত ফুল
ভরি' ডালি দিনু ঢালি', দেবতা মোর!
হায় নিলে না সে ফুল, ছি ছি বেভুল,
নিলে তুমি খোঁপা খুলি' কুসুম-ডোর।

স্বপনে কী যে কয়েছি তাই গিয়াছ চলি',
জাগিয়া কেঁদে ডাকি দেবতায়—
প্রিয়তম প্রিয়তম প্রিয়তম॥

॥ ৫৪ ॥

ভৈরবী আশাবরী—আদ্ধা কাওয়ালি

আজি বাদল ঝরে মোর একেলা ঘরে॥
হায় কী মনে পড়ে মন এমন করে॥

হায় এমন দিনে কে নীড়হারা পাখি
যাও কাঁদিয়া কোথায় কোন্ সাথীরে ডাকি'।
তোর ভেঙেছে পাখা কোন্ আকূল ঝড়ে।

আয় ঝড়ের পাখি আয় এ একা বুকে,
আয় দিব রে আশ্রয় মোর গহন-দুখে।
আয় রচিব কুলায় আজ নূতন ক'রে॥

এই ঝড়ের রাতি নাই সাথের সাথি,
মেঘ-মেদুর-গগন বায় নিবেছে বাতি।
মোর এ ভিরু প্রণয় হায় কাঁপিয়া মরে॥

এই বাদল-ঝড়ে হায় পথিক-কবি
ঐ পথের পরে আর কতকাল র'বি,
ফুল দলিবি কত হায় অভিমান-ভরে॥

॥ ৫৫ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল-শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল।
আজো তা'র ফুল-কলিদের ঘুম টুটেনি, তন্দ্রাতে বিলোল॥

আজো হায় রিক্ত শাখায় উত্তরী-বায় ঝুরছে নিশিদিন,
আসেনি' দখ্‌নে' হাওয়া গজল্-গাওয়া, মৌমাছি বিভোল্॥

কবে সে ফুলকুমারী ঘোমটা চিরি' আস্‌বে বাহিরে,
শিশিরের স্পর্শসুখে ভাঙ্‌বে রে ঘুম রাঙ্‌বে রে কপোল॥

ফাগুনের মুকুল-জাগা দুকূল-ভাঙা আস্‌বে ফুলেল্ বান,
কুঁড়িদের ওষ্ঠপুটে লুট্‌বে হাসি, ফুট্‌বে গালে টোল্॥

কবি তুই গন্ধে ভু'লে ডুব্‌লি জলে কূল পেলিনে আর,
ফুলে তোর বুক ভরেছিস্ আজকে জলে ভর্ রে আঁখির কোল॥

॥ ৫৬ ॥

জৌনপুরী-আশাবরী—কাহারবা

আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায় কে গো দরদী।
খুলে দাও রং-মহলার তিমির-দুয়ার ডাকিলে যদি॥

গোপনে চৈতী হাওয়ায় গুল-বাগিচায় পাঠালে লিপি,
দেখে তাই ডাক্‌ছে ডালে কু কু ব'লে কোয়েলা ননদী॥

পাঠালে ঘূর্ণি-দূতী ঝড়-কপোতী বৈশাখে সখি,
বরষায় সেই ভরসায় মোর পানে চায় জল-ভরা নদী॥

তোমারি অশ্রু জলে শিউলি-তলে সিক্ত শরতে,
হিমানীর পরশ বুলাও ঘুম ভেঙে দাও দ্বার যদি রোধি॥

পউষের শূন্য মাঠে একলা বাটে চাও বিরহিণী
দুঁহু হায় চাই বিষাদে, মধ্যে কাঁদে তৃষ্ণা-জলধি॥

ভিড়ে যা ভোর-বাতাসে ফুল-সুবাসে রে ভোমর-কবি,
উষসীর শিশ্-মহলে আস্‌তে যদি চাস্ নিরবধি॥

॥ ৫৭ ॥

ইমন-মিশ্র-গজল—কাহারবা

বসিয়া বিজনে কেন একা মনে
পানিয়া ভরণে চল লো গোরি।
চল জলে চল কাঁদে বনতল,
ডাকে ছলছল জল লহরী॥

দিবা চলে যায় বলাকা-পাখায়,
বিহগের বুকে বিহগী লুকায়।
কেঁদে চখা-চখি মাগিছে বিদায়,
বারোয়ীর সুরে ঝুরে বাঁশরী॥

সাঁঝ হেরে মুখ চাঁদ-মুকুরে
ছায়াপথ সিঁথি রচি' চিকুরে,
নাচে ছায়া-নটী কানন-পুরে
দুলে লটপট লতা-কবরী॥

'বেলা গেল বধূ' ডাকে ননদী—
'চলো জল নিতে যাবি লো যদি'
কালো হ'য়ে আসে সুদূর নদী,
নাগরিকা-সাজে সাজে নগরী॥

মাঝি বাঁধে তরী সিনান-ঘাটে,
ফিরিছে পথিক বিজন মাঠে,
কারে ভেবে বেলা কাঁদিয়া কাটে
ভর' আঁখি জলে ঘট গাগরী।

ওগো বে-দরদী, ও রাঙা পায়ে
মালা হয়ে কে গো গেল জড়ায়ে!
তব সাথে কবি পড়িল দায়ে
পায়ে রাখি তা'রে না গলে পরি॥

॥ ৫৮ ॥

পিলু—কাহারবা-দাদরা—তাল ফেরতা

ভুলি কেমনে আজো যে মনে বেদনা-সনে রহিল আঁকা!
আজো সজনী দিন রজনী সে বিনে গণি সকলি ফাঁকা॥

আগে মন করলে চুরি, মর্মে শেষে হানলে ছুরি,
এত শঠতা এত যে ব্যথা তবু যেন তা মধুতে মাখা॥

চকোরী দেখলে চাঁদে দূর হ'তে সই আজো কাঁদে,
আজো বাদলে ঝুলন ঝোলে তেমনি জলে চলে বলাকা॥

বকুলের তলায় দোদুল কাজলা মেয়ে কুড়োয় লো ফুল,
চলে নাগরী কাঁখে গাগরী চরণ ভারি কোমর বাঁকা॥

তরুরা রিক্ত-পাতা আস্‌ল লো তাই ফুল-বারতা,
ফুলেরা গ'লে ঝরেছে ব'লে ভরেছে ফলে বিটপী-শাখা॥

ডালে তোর হান্‌লে আঘাত দিস্ রে কবি ফুল-সওগাত,
ব্যথা-মুকুলে অলি না ছুঁলে বনে কি দুলে ফুল-পতাকা॥

॥ ৫৯ ॥

গারা-খাম্বাজ—কাহারবা

কে বিদেশি বন-উদাসী বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে॥
সুর-সোহাগে তন্দ্রা লাগে কুসুম-বাগের গুল্-বদনে॥

ঝিমিয়ে আসে ভোমোরা-পাখা,
যূথীর চোখে আবেশ মাখা,
কাতর ঘুমে চাঁদিমা রাকা
(ভোর গগনের দর্-দালানে) দর্-দালানে ভোর গগনে॥

লজ্জাবতীর লুলিত লতায়
শিহর লাগে পুলক-ব্যথায়,
মালিকা-সম বঁধুরে জড়ায়
বালিকা-বধূ সুখ-স্বপনে॥

সহসা জাগি' আধেক রাতে
শুনি সে বাঁশি বাজে হিয়াতে,
বাহু-শিথানে কেন কে জানে
কাঁদে গো বাঁশির সনে॥

বৃথাই গাঁথি' কথার মালা,
লুকাস কবি বুকের জ্বালা,
কাঁদে নিরালা বন্‌শিওয়ালা
তোরি উতালা বিরহী মনে॥

॥ ৬০ ॥

সিন্ধু-কাওয়ালি

করুণ কেন অরুণ আঁখি দাও গো সাকী দাও শারাব।
হায় সাকী এ আঙ্গুরী খুন, নয় ও হিয়ার খুন-খারাব॥

দুর্দিনের এই দারুণ দিনে শরণ নিলাম পান্-শালায়,
হায় সাহারার প্রখর তাপে পরান কাঁপে দিল্ কাবাব॥

আর সহে না দিল্ নিয়ে এই দিল্-দরদীর দিল্লগী,
তাই তো চালাই নীল পিয়ালায় লাল শিরাজী বে-হিসাব॥

এই শারাবের নেশার রঙে নয়ন-জলের রঙ্ লুকাই,
দেখ্‌ছি আঁধার জীবন ভরি' ভর-পিয়ালার লাল খোয়াব্॥

আমার বুকের শূন্যে কে গো ব্যথার তারে ছড়্ চালায়,
গাইছি খুশির মহ্‌ফিলে গান বেদন্-গুণীর বীণ্ রবাব্॥

হারাম কি এই রঙিন পানি, আর হালাল এই জল চোখের?
নরক আমার হউক মঞ্জুর, বিদায়-বন্ধু, লও আদাব॥

দেখ রে কবি, প্রিয়ার ছবি এই শারাবের আর্শিতে,
লাল গেলাসের কাঁচ-মহলার পার হ'তে তার শোন্ জওয়াব॥

॥ ৬১ ॥

মান্দ—কাওয়ালি

এত জল ও-কাজল-চোখে, পাষাণী, আন্‌লে বল কে।
টলমল জল্-মোতির মালা দুলিছে ঝালর-পলকে॥

দিল কি পুব-হাওয়াতে দোল, বুকে কি বিঁধিল কেয়া?
কাঁদিয়া কুটিলে গগন এলায়ে ঝামর-অলকে॥

চলিতে পেঁচি কি হাতের বাঁধিল বেঁচি-কাঁটাতে?
ছাড়াতে কাঁচুলির কাঁটা বিঁধিল হিয়ার ফলকে॥

যে দিনে মোর-দেওয়া মালা ছিঁড়িলে আন্‌মনে সখি,
জড়াল যুঁই-কুসুমী-হার বেণীতে সেদিন ওলো কে॥

যে-পথে নীর্ ভরণে যাও ব'সে রই সেই পথ-পাশে,
দেখি, নিত্ কার পানে চাহি' কলসির সলিল ছলকে॥

মুকুলী মন সেধে সেধে কেবলি ফিরিনু কেঁদে,
সরসীর ঢেউ পালায় ছুটি' না ছুঁতেই নলিন্-নোলকে॥

বুকে তোর সাত সাগরের জল, পিপাসা মিট্‌ল না কবি,
ফটিক জল! জল খুঁজিস যেথায় কেবলি তড়িৎ ঝলকে॥

॥ ৬২ ॥

কাফি-সিন্ধু—কাহারবা

দুরন্ত বায়ু পূরবইয়াঁ বহে অধীর আনন্দে,
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়া রণ-তুরঙ্গ-ছন্দে॥

অশান্ত অম্বর-মাঝে মৃদঙ্গ গুরুগুরু বাজে,
আতঙ্কে থরথর অঙ্গ মন অনন্তে বন্দে॥

ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে দিগন্ত শিহরিয়া চাহে,
বিষন্ন ভয়-ভীতা যামিনী খোঁজে সেতারা চন্দে॥

মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা, আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী-সঙ্গে মাতি' কদম্ব-গন্ধে॥

একান্তে তরুণী তমালী অপাঙ্গে মাখে আজি কালি,
বনান্তে বাঁধা প'ল দেয় কেয়া-বেণীর বন্ধে॥

দিনান্তে বসি' কবি' একা পড়িস্ কি জলধারা-লেখা,
হিয়ায় কি কাঁদে কুহু-কেকা আজি অশান্ত দ্বন্দ্বে॥

॥ ৬৩ ॥

ভৈরবী—কাহারবা

নিশি ভোর হল জাগিয়া, পরান-পিয়া।
কাঁদে 'পিউ কাঁহা পাপিয়া, পরান-পিয়া॥

ভুলি বুলবুলি-সোহাগে কত গুল্‌বদনি জাগে,
রাতি গুল্‌সনে যাপিয়া, পরান-পিয়া॥

জেগে রয় জাগার সাথি—দূরে চাঁদ, শিয়রে বাতি,
কাঁদি ফুল-শয়ন পাতিয়া, পরান-পিয়া॥

কত আর সাজাব ডালা, বাসি হয় নিতি যে মালা,
কত দূর যাব ভাসিয়া, পরান-পিয়া॥

গেয়ে গান চেয়ে কাহারে জেগে রস কবি এপারে,
দিলি দান কারে এ হিয়া, পরান-পিয়া॥

॥ ৬৪ ॥

(বেলাওল ঠাটের) দুর্গা—কাওয়ালি

নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি-জল।
মলিন হয়েছে ঘুমে চোখের কাজল॥

হেরিয়া নিশি-প্রভাতে শিশির কমল-পাতে,
ভাব বুঝি বেদনাতে কেঁদেছে কমল॥

মরুতে চরণ ফেলে কেন বন-মৃগ এলে
সলিল চাহিতে পেলে মরীচিকা-ছল॥

এ শুধু শীতের মেঘে কপট কুয়াশা লেগে
ছলনা উঠেছে জেগে—এ নহে বাদল॥

কেন কবি খালি খালি হলি রে চোখের বালি,
কাঁদিতে গিয়া কাঁদালি নিজেরে কেবল॥

॥ ৬৫ ॥

ভৈরবী—কাওয়ালি

এ আঁখি-জল মোছ পিয়া, ভোলো ভোলো আমারে।
মনে কে গো রাখে তারে ঝরে যে ফুল আঁধারে॥

ফোটা ফুলে ভরি ডালা গাঁথ বালা মালিকা,
দলিত এ ফুল লয়ে দেবে গো বলো কারে॥

স্বপনের স্মৃতি প্রিয় জাগরণে ভুলিও,
ভুলে যেয়ো দিবালোকে রাতের আলেয়ারে॥

ঝরিয়া গেল যে মেঘ রাতে তব আঙিনায়,
বৃথা তারে খোঁজ প্রাতে দূর গগন-পারে॥

ঘুমায়েছ সুখে তুমি সে কেঁদেছে জাগিয়া,
তুমি জাগিলে গো যবে সে ঘুমায়ে ওপারে॥

আগুনে মিটালি তৃষা কবি কোন অভিমানে,
উদিল নীরদ যবে দূর বন-কিনারে॥

॥ ৬৬ ॥

পিলু—দাদরা

রুমুঝুমু রুমুঝুমু কে এলে নূপুর পায়।
ফুটিল শাখে মুকুল ও রাঙা চরণ-ঘায়॥

সে নাচে তটিনী-জল
টলমল টলমল,
বনের বেণী উতল
ফুলদল মুরছায়॥

বিজরী-জরীর আঁচল
ঝলমল ঝলমল,
নামিল নভে বাদল
ছলছল বেদনায়॥

দুলিছে মেঘলা-হার
শ্যামলী মেঘ-মালার,
উড়িছে অলক কার
অলকার ঝরোকায়॥

তালিবন থৈ তাথৈ
করতালি হানে ঐ,
'কবি, তোর তমালী কই'—
শ্বসিছে পূবালী-বায়॥

॥ ৬৭ ॥

ভীমপলশ্রী—আদ্ধা কাওয়ালি

কেন আন ফুল-ডোর আজি বিদায়-বেলা।
মোছ মোছ আঁখি-লোর যদি ভাঙিল মেলা॥

কেন মেঘের স্বপন আন মরুর চোখে,
ভুলে দিয়ো না কুসুম যারে দিয়েছ হেলা॥

আছে বাহুর বাঁধন তব শয়ন-সাথী,
আমি এসেছি একা আমি চলি একেলা॥

যবে শুকাল কানন এলে বিধুর পাখি,
লয়ে কাঁটা-ভরা প্রাণ এ কি নিঠুর খেলা॥

যদি আকাশ-কুসুম পেলি চকিতে কবি,
চল চল মুসাফির, ডাকে পারের ভেলা॥

॥ ৬৮ ॥

(খাম্বাজ-ঠাটের) দুর্গা—আদ্ধা কাওয়ালি

কেমনে রাখি আঁখি-বারি চাপিয়া॥
প্রাতে কোকিল কাঁদে, নিশীথে পাপিয়া॥

এ ভরা ভাদরে আমার মরা নদী
উথলি উথলি উঠিছে নিরবধি!

আমার এ ভাঙা-ঘটে
আমার এ হৃদি-তটে
চাপিতে গেলে ওঠে
দু'কূল ছাপিয়া॥

নিষেধ নাহি মানে আমার পোড়া আঁখি,
জল লুকাব কত কাজল মাখি মাখি।

ছলনা করে হাসি
অমনি জলে ভাসি,
ছলিতে গিয়া আসি
ভয়েতে কাঁপিয়া॥

গাঁথিতে ফুলমালা বিঁধে সে কাঁটা হয়ে,
কাঁটার হার গাঁথি—সে আসে ফুল লয়ে।

কবি রে জলধি এ,
অহারে মন দিয়ে
গেলি রে জল নিয়ে
জীবন ব্যাপিয়া॥

॥ ৬৯ ॥

বারোয়াঁ—কাহারবা

মুসাফির! মোছ্ রে আঁখি-জল
ফিরে চল্ আপ্‌নারে নিয়া।
আপনি ফুটেছিল ফুল
গিয়াছে আপ্‌নি ঝরিয়া॥

রে পাগল! এ কি দুরাশা,
জলে তুই বাঁধিবি বাসা!
মেটে না হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষা-দরিয়া॥

বরষায় ফুটল না বকুল,
পউষে ফুটবে কি সে ফুল,
এ দেশে ঝরে শুধু ভুল
নিরাশার কানন ভরিয়া॥

রে কবি, কতই দেয়ালি
জ্বালিলি তোর আলো জ্বালি,
এল না তোর বনমালী
আঁধার আজ তোরই দুনিয়া॥

॥ ৭০ ॥

মান্দ—কাহারবা

এ নহে বিলাস বন্ধু, ফুটেছে জলে কমল॥
এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখি-জলে টলমল॥

কোমল মৃণাল দেহ ভরেছে কণ্টক-ঘায়,
শরণ লয়েছি গো তাই শীতল দীঘির জল॥

ডুবেছি এ কালো নীরে কত যে জ্বালা সয়ে,
শত ব্যথা ক্ষত লয়ে হইয়াছি শতদল।

আমার বুকের কাঁদন তুমি বল ফুল-বাস,
ফিরে যাও, ফেলো না গো শ্বাস দখিনা বায়ু চপল॥

ফোটে যে কোন্ ক্ষত-মুখে কবি রে তোর গীত-সুর,
সে ক্ষত দেখিল না কেউ দেখিল তোরে কেবল॥

॥ ৭১ ॥

ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী—কাহারবা

রংমহলের রংমশাল মোরা আমরা রূপের দীপালী।
রূপের কাননে আমরা ফুলদল কুন্দ মল্লিকা শেফালি॥

রূপের দেউলে আমি পূজারিণী,
রূপের হাটে মোর নিতি বিকিকিনি,
নৌবতে আমি প্রাতে আশাবরী,
আমি সাঁঝে কাঁদি ভূপালী॥

আমি শরম-রাঙা চোখের নেশা,
লাল শারাব আমি আঙুর-পেষা,
আঁখিজলে গাঁথা আমি মোতি-মালা,
দীপাধারে মোর প্রাণ জ্বালি॥

## টপ্পা

॥ ৭২ ॥

সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ—যৎ

আজি এ কুসুম-হার সহি কেমনে।
ঝরিল যে ধূলায় চির-অবহেলায়
কেন এ অবেলায় পড়ে তারে মনে॥

তব তরে মালা গেঁথেছি নিরালা
সে ভরেছে ডালা নিতি নব ফুলে।
(আজি) তুমি এলে যবে বিপুল গরবে
সে শুধু নীরবে মিশাইল বনে॥

আঁখিজলে ভাসি গাহিত উদাসী
আমি শুধু হাসি আসিয়াছি ফিরে।
(আজি) সুখ-মধু মাসে তুমি যবে পাশে
সে কেন গো আসে কাঁদাতে স্বপনে॥

কার সুখ লাগি রে কবি বিবাগী,
সকল তেয়াগি সাজিলি ভিখারি।
(তুই) কার আঁখিজলে বেঁচে রবি বলে
ফুলমালা দলে লুকালি গহনে॥

॥ ৭৩ ॥

বাহার—মধ্যমান

এই নীরব নিশীথ রাতে
শুধু জল আসে আঁখি-পাতে

কেন কি কথা স্মরণে রাজে?
বুকে কার হতাদর বাজে?
কোন্ ক্রন্দন হিয়া-মাঝে
ওঠে গুমরি ব্যর্থতাতে
আর জল ভরে আঁখি-পাতে॥

মম ব্যর্থ জীবন-বেদনা
এই নিশীথে লুকাতে নারি।
তাই গোপনে একাকী শয়নে
শুধু নয়নে উথলে বারি।

ছিল সেদিনো এমনি নিশা
বুকে জেগেছিল শত তৃষা
তারি ব্যর্থ নিশাস মিশা
আর পূরবীর বেদনাতে॥

॥ ৭৪ ॥

দেশ-সুরট—তেতালা

কোন্ মরমীর মরম-ব্যথা আমার বুকে বেদনা হানে
জানি গো, সেও জানেই জানে।
আমি কাঁদি তাইতে যে তার ডাগর চোখে অশ্রু আনে,
বুঝেছি তা প্রাণের টানে॥

বাইরে বাঁধি মনকে যত
ততই বাড়ে মর্ম-ক্ষত,
মোর সে ক্ষত ব্যথার মত
বাজে গিয়ে তারও প্রাণে,
কে কয়ে যায় কানে কানে॥

উদাস বায়ু ধানের ক্ষেতে ঘনায় যখন সাঁঝের মায়া,
দুই জনারই নয়ন-পাতায় অমনি নামে কাজল ছায়া॥

দুইটি হিয়াই কেমন কেমন—
বদ্ধ ভ্রমর পদ্মে যেমন,
হায়, অসহায় মূকের বেদন
বাজলো শুধু সাঁঝের গানে,
পুবের বায়ুর হুতাশ তানে॥

॥ ৭৫ ॥

শাওন—কাওয়ালি

আমার আপনার চেয়ে আপন যে জন
খুঁজি তারে আমি আপনায়॥
আমি শুনি যেন তার চরণের ধ্বনি
আমারি তিয়াসী বাসনায়॥

আমারি মনের তৃষিত আকাশে
কাঁদে সে চাতক আকুল পিয়াসে,
কভু সে চকোর সুধা-চোর আসে
নিশীথে স্বপনে জোছনায়॥

আমার মনের পিয়াল তমালে হেরি তারে স্নেহ-মেঘ-শ্যাম,
অশনি-আলোকে হেরি তারে থির-বিজুলী-উজল অভিরাম।

আমারি রচিত কাননে বসিয়া
পরানু পিয়ারে মালিকা রচিয়া
সে মালা—সহসা দেখিনু জাগিয়া
আপনারি গলে দোলে হায়॥

॥ ৭৬ ॥

গৌড়মল্লার—কাওয়ালি

আজ নতুন ক'রে পড়লো মনে মনের মতনে
এই শাওন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

কার কথা আজ তড়িৎ-শিখায়
জাগিয়ে গেল আগুন-লিখায়,
ভোলা যে মোর দায় হল হায় বুকের রতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

আজ উতল ঝড়ের কাৎরানিতে গুমরে ওঠে বুক,
নিবিড় ব্যথায় মূক হয়ে যায় মুখর আমার মুখ।
জলো-হাওয়ার ঝাপটা লেগে
অনেক কথা উঠলো জেগে,
আজ পরান আমার বেড়ায় মেগে একটু যতনে।
এই শাঙন সাঁঝের ভেজা হাওয়ায়, বারির পতনে॥

॥ ৭৭ ॥

শাওন—পোস্তা

আদর-গরগর
বাদর দরদর,
এ তনু উর ডর
কাঁপিছে থর থর।

নয়ন ঢলঢল
কাজল-কালো জল
ঝরে লো ঝর ঝর॥

ব্যাকুল বনরাজি শ্বসিছে ক্ষণে ক্ষণে,
সজনি! মন আজি গুমরে মনে মনে।

বিদরে হিয়া মম
বিদেশে প্রিয়তম
এ-তনু পাখি সম
বরিষা-জরজর॥

# কীর্তন

॥ ৭৮ ॥

কীর্তন

কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া গো !
আমি যত ভুলি ভুলি করি
তত আঁকড়িয়া ধরি,
তত মরি সাধিয়া,
সাধিয়া সাধিয়া সাধিয়া গো !

(শ্যামের সে রূপ ভোলা কি যায়
নিখিল শ্যামল যার শোভায়
আকাশে সাগরে বনে কান্তারে
লতায় পাতায় সে রূপ ভায়।)

আমার বঁধুর রূপের ছায়া বুকে ধরি
আকাশ-আরশি নীল গো,
বহে ভুবন প্লাবিয়া কালারে ভাবিয়া
কালো সাগর-সলিল গো।

আমার শ্যামেরে কাজল পরাইতে মেঘ
ঝুরে ঝুরে ঘুরে গগনে।
আমার শ্যামের মুকুট-চূড়া হয়ে শিখী
নেচে ফেরে বন-ভবনে।
(সখি গো—
সখি নিখিল তারে ধেয়ায় গো।
এই রাধিকার পারা কোটি শশী তারা
তার নীল বুকে লুটায় গো।)

যদি ফুল হয়ে ফুটি তরু-শাখে
সে যে পল্লব হয়ে ঘিরে থাকে।
যদি একাকিনী চলি বনতলে
সে যে ছায়া হয়ে পিছে পিছে চলে।

যদি একা ঘরে মোর দীপ জ্বালি
আসে আঁধারের রূপে বনমালী॥
(সখি গো—
আমার কলঙ্কী চাঁদ।)
তার কলঙ্ক চেয়ে জ্যোৎস্না বেশি
কলঙ্ক তার দেখে কে!
লোকে আমার চাঁদে কলঙ্কী কয়
জ্যোৎস্না তাহারি মেখে।

(আমি তারির লাগি—
আমি কুমুদিনী হয়ে জলে ডুবে রই তারির লাগি।
আমি চকোরিণী হয়ে নিশীথ জাগি তারির লাগি।
আমার প্রাণের সাগরে জোয়ার জাগে চাঁদের লাগি।
রাতে রবির কিরণ-শরণ মাগে চাঁদের লাগি।
সে যে আমার কলঙ্ক চাঁদ!)

আমি যেদিকে তাকাই হেরি ও-রূপ কেবল,
সে যে আমারি মাঝারে রহে করি নানা ছল।
সে যে বেণী হয়ে দুলে পিঠে চপল চতুর,
সে যে আঁখির তারায় হাসে কপট নিঠুর।

(সখি গো—
সখি আঁখি মোর বিবাদী হল
কালো রূপে সে-ও ছলে
আমার চোখের জল বিবাদী হলো
সে কালার রূপে গলে।
আমার বুকের কথা চোখে এলো
চোখের জল সই সে-ও কালো।
সখি লো মোর মরণ ভালো!

সে যে আঁখিপাতা হয়ে থাকে ঘিরিয়া আঁখি,
বনে বনে ডাকে তারি আঁখি কোয়েলা পাখি,
কাঁদে ফাল্গুনে গুন্ গুন্ ফুল-ভোমরা,
বন হরিণীর চোখে তারি কাজল পরা।

(তারে কেমনে ভুলিব,
হায় সখি তারে কেমনে ভুলিব !)

আমার অঙ্গ জড়ায়ে দোলে সে রঙ্গে
শাড়ি সে নীলাম্বরী গো
আমি কূল ছাড়িয়াছি আজ দেখি সখি
দুকূল লইয়া মরি গো।
(আমার বসন ভূষণ তারির সখা)
কেমনে তায় ভুলিব।)

থাকে কবরী-বন্ধে কালো ডোর হয়ে
কাল-ফণী কালো কেশে গো !
থাকে কপালের টিপে, চোখের কাজলে,
কপোলের তিলে মিশে গো

(আমার একূল ওকূল দুকূল গেল।
আমার কূলে সই পড়িল কালি
সে-ও কালো রূপে এল।
আমার কপালে কলঙ্ক-তিলক
সে-ও কালার রূপে এল।)

রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
(আমার সকলি ভাসিল সখি
কালো যমুনারি জলে
সকলি ভাসিল—)
রাখি কি দিয়া মন বাঁধিয়া
বাঁধিয়া বাঁধিয়া বাঁধিয়া গো॥

॥ ৭৯ ॥

কীর্তন

আমি কি সুখে লো গৃহে রব।
আমার শ্যাম হ'লো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

সে আমারি ধেয়ান করিতে গো সদা,
তার সে ধ্যান ভাঙিল যদি,
ওলো সে ভোলে ভুলুক, আমি ঐ রূপ
ধেয়াইব নিরবধি।
আমি যোগিনী হব !
শ্যাম যে তরুর মূলে বসিবে লো ধ্যানে
সেথা আঁচল বিছায়ে রব।

(আমি ধূলায় বসতে দিব না সই,
তার সোনার অঙ্গ মলিন হবে
ধূলায় বসতে দিব না সই।
কুয়াশায় চাঁদ পড়বে ঢাকা
সইতে পারিব না সই।)

সখি ধূলাই যদি সে মাগে,
আমি আপনি হইব রাঙা পথ-ধূলি
বঁধুয়ার অনুরাগে।

(শ্যাম যে পথ দিয়ে চলে যাবে
সেই পথের ধূলি হব।
সে চলে যেতে দলে যাবে
সেই সুখে লো ধূলি হব।)

হব ভিক্ষার ঝুলি, শ্যাম লবে তুলি'
বাহুতে আমারে জড়ায়ে
সখি আমার বেদনা-গৈরিক-রাঙা
বাস দেব তারে পরায়ে।
(নবীন যোগীরে সাজাইব আমি,
আমার প্রাণের গোধূলি-বেলার
রঙে রঙে তারে রাঙাইব আমি।)

সখি তার অনাদর-আগুনে জ্বালায়ে
পোড়াব লাবণি মোর,
ওলো তারির হাতের আঘাতে আঘাতে
হবে এ দেহ কঠোর।

আমার এ তনু শুকাবে গভীর অভিমানের জ্বালা,
আমি তাই দিয়ে তার হব গলার রুদ্রাক্ষেরই মালা।

(আমি শ্যামের গলার মালা হব,
আমি জীবনে পেয়েছি জ্বালা শুধু সখি,
মরে এবার মালা হব।)

আমার চোখের জলে বইবে নদী,
আমি নদী হয়ে কেঁদে যাব
চরণে তার নিরবধি।

আমি কি সুখে লো গৃহে রব !
আমার শ্যাম হলো যদি যোগী ওলো সখি
আমিও যোগিনী হব॥

## বাউল-ভাটিয়ালি

॥ ৮০ ॥

বাউল—খেমটা

নিরুদ্দেশের পথে যেদিন প্রথম আমার যাত্রা হলো শুরু,
নিবিড় সে কোন্ বেদনাতে ভয়-আতুর এ বুক কাঁপল দুরু দুরু॥

মিটল না ভাই চেনার দেনা, অমনি মুহুর্মুহু
ঘর-ছাড়া ডাক করলে শুরু অথির বিদায় কুহু—
'উহু উহু উহু।'
হাতছানি দেয় রাতের শাঙন,
অমনি বাঁধে ধরল ভাঙন,
ফেলিয়ে বিয়ের হাতের কাঙন—
আমি খুঁজি কোন্ আগুনে কাঁকন বাজে গো !
বেরিয়ে দেখি, ছুটছে কেঁদে বাদলি হাওয়া হু হু,
মাথার ওপর দৌড়ে টাঙন, ঝড়ের মাতন, দেয়ার গুরু গুরু॥

পথ হারিয়ে কেঁদে ফিরি, 'আর বাঁচিনে !
কোথায় প্রিয় কোথায় নিরুদ্দেশ ?'
কেউ আসে না, মুখে শুধু ঝাপ্টা মারে
নিশীথ-মেঘের আকুল চাঁচর কেশ !

'তালবনে' ত ঝঞ্ঝা তাথৈ হাততালি দেয়, বজ্রে বাজে তূরী,
মেখ্‌লা ছিঁড়ি পাগ্‌লি মেয়ে বিজ্‌লি-বালা নাচায়
হিরের চুড়ি, ঘুরি ঘুরি ঘুর
(ও সে) সকল আকাশ জুড়ি !
থামল বাদল-রাতের কাঁদা,
ভোরের তারা কনক গাঁদা,
ফুটল, ও মোর টুটলো ধাঁধা—
হঠাৎ ও কার নূপুর শুনি গো !
থামলো নূপুর, ভোরের তারাও বিদায় নিল ঝুরি।

এখন চলি সাঁঝের বধূ সন্ধ্যাতারার চলার পথে গো !
আজ অস্তপারের শীতের বায়ু কানের কাছে বইছে ঝুরু ঝুরু ॥

॥ ৮১ ॥

বাউল—খেমটা

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে আজ মেতে ॥

এই রোদ-সোহাগী পউষ-প্রাতে
অথির প্রজাপতি সাথে
বেড়াই কুঁড়ির পাতে পাতে পুষ্পল-মৌ খেতে।
আমি আমন ধানের বিদায়-কাঁদন শুনি মাঠে রেতে ॥

আজ কাশ-বনে কে শ্বাস ফেলে যায় মরা নদীর কূলে,
ও তার হলদে আঁচল চলতে জড়ায় অড়হরের ফুলে !

ঐ বাবলা-ফুলে নাক-চাবি তার,
গায় শাড়ি নীল অপরাজিতার,
চলেছি সেই অজানিতার উদাস পরশ পেতে।
আমায় ডেকেছে সে চোখ-ইশারায় পথে যেতে যেতে॥

ঐ ঘাসের ফুলে মটর-শুঁটির ক্ষেতে
আমার এ-মন-মৌমাছি ভাই উঠেছে তাই মেতে॥

॥ ৮২ ॥

বাউল—দাদরা

কোন্ সুদূরের চেনা বাঁশীর ডাক শুনেছিস ওরে চখা?
ওরে আমার পলাতকা!
তোর পড়লো মনে কোন হারা-ঘর,
স্বপন-পারের কোন অলকা?
ওরে আমার পলাতকা॥

তোর জল ভরেচে চপল চোখে,
বল্ কোন হারা-মা ডাকলো তোকে রে

ঐ গগন-সীমায় সাঁঝের ছায়ায়
হাতছানি দেয় নিবিড় মায়ায়—
উতল পাগল! চিনিস্ কি তুই চিনিস্ ওকে রে?

যেন বুক ভরা ও গভীর স্নেহে ডাক দিয়ে যায়, 'আয়,
ওরে আয়, আয়, আয়,
কোলে আয় রে আমার দুষ্টু খোকা!
ওরে আমার পলাতকা॥'

দখিন্ হাওয়ায় বনের কাঁপনে—
দুলাল আমার! হাত-ইশারায় মা কি রে তোর
ডাক দিয়েছে আজ?
এতদিনে চিন্‌লি কি রে পর ও আপনে!
নিশিভোরেই তাই কি আমার নামলো ঘরে সাঁঝ?

ধানের শীষে, শ্যামার শিসে—
যাদুমণি ! বল্ সে কিসে রে,
তুই শিউরে চেয়ে ছিঁড়লি বাঁধন !
চোখ-ভরা তোর উছলে কাঁদন রে !
তোরে কে পিয়ালো সবুজ-স্নেহের কাঁচা বিষে রে !

যেন আচম্‌কা কোন্ শশক-শিশু চম্‌কে ডাকে হায়,
'ওরে আয় আয় আয়—
বনে আয় ফিরে আয় বনের সখা।'
ওরে চপল পলাতকা ॥

॥ ৮৩ ॥

ভাটিয়ালি—কাহার্‌বা

আমার গহীন জলের নদী।
আমি তোমার জলে রইলাম ভেসে জনম অবধি ॥

তোমার বানে ভেসে গেল আমার বাঁধা ঘর,
চরে এসে বসলাম রে ভাই, ভাসালে সে চর।
এখন সব হারিয়ে তোমার জলে রে
আমি ভাসি নিরবধি ॥

আমার ঘর ভাঙিলে ঘর পাব ভাই
ভাঙলে কেন মন,
হারালে আর পাওয়া না যায় মনের মতন।
জোয়ারে মন ফেরে না আর রে
(ও সে ভাটিতে হারায় যদি ॥

তুমি ভাঙো যখন কূল রে নদী
ভাঙো একই ধার,
আর মন যখন ভাঙো রে নদী
দুই কূল ভাঙো তার।
চর পড়ে না মনের কূলে রে
একবার সে ভাঙে যদি ॥

॥ ৮৪ ॥

ভাটিয়ালি—কার্‌ফা

আমার 'সাম্পান' যাত্রী না লয়
ভাঙা আমার তরী।
আমি আপনারে লয়ে রে ভাই এপার ওপার করি॥

আমায় দেউলিয়া করেছে রে ভাই যে নদীর জল
আমি ডুবে দেখতে এসেছি ভাই সেই জলেরি তল।
আমি ভাসতে আসি, আসিনি কো কামাতে ভাই কড়ি॥

আমি এই জলেরি আয়নাতে ভাই দেখেছিলাম তায়
এখন আয়না আছে পড়ে রে ভাই আয়নার মানুষ নাই।
তাই চোখের জলে নদীর জলে রে
আমি তারেই খুঁজে মরি॥

আমি তারির আশায় তরী লয়ে ঘাটে বসে থাকি,
আমি তারির নাম ভাই জপমালা, তারেই কেঁদে ডাকি !
আমার নয়ন-তারা লইয়া গেছে রে
নয়ন নদী জলে ভরি॥

এ নদীর জলও শুকায় রে ভাই সে জল আসে ফিরে,
আর মানুষ গেলে ফিরে না কি দিলে মাথার কিরে ?
আমি ভালোবেসে গেলাম ভেসে গো
আমি হলাম দেশান্তরী॥

॥ ৮৫ ॥

বাউল—লোফা

পউষ এলো গো !
পউষ এলো অশ্রু-পাথার হিম-পারাবার পারায়ে।
ঐ যে এলো গো—
কুজ্ঝটিকার ঘোমটা-পরা দিগন্তরে দাঁড়ায়ে॥

সে এলো আর পাতায় পাতায় হায়
বিদায়-ব্যথা যায় গো কেঁদে যায়,
অস্ত-বধূ (আ-হা) মলিন চোখে চায়
পথ-চাওয়া দীপ সন্ধ্যা-তারায় হারায়ে॥

পউষ এলো গো—
এক বছরের শ্রান্তি পথের, কালের আয়ু-ক্ষয়,
পাকা ধানের বিদায়-ঋতু, নতুন আসার ভয়।
পউষ এলো গো ! পউষ এলো—
শুকনো নিশাস, কাঁদন ভারাতুর
বিদায়-ক্ষণের (আ-হা) ভাঙা গলার সুর—
ওঠ পথিক ! যাবে অনেক দূর
কালো চোখের করুণ চাওয়া ছাড়ায়ে॥

॥ ৮৬ ॥

বাউল—কার্‌ফা

বেলা-শেষে উদাস পথিক ভাবে
সে যেন কোন অনেক দূরে যাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

'ঘরে এসো' সন্ধ্যা সবায় ডাকে,
'নয় তোরে নয়' বলে একা তাকে ;
পথের পথিক পথেই বসে থাকে,
জানে না সে কে তাহারে চা'বে—
উদাস পথিক ভাবে।

বনের ছায়া গভীর ভালবেসে
আঁধার মাথায় দিগবধূদের কেশে,
ডাক্‌তে বুঝি শ্যামল মেঘের দেশে
শৈলমূলে শৈলবালা নাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

বাতি আনে রাতি আনার প্রীতি,
বধূর বুকে গোপন সুখের ভীতি,
বিজন ঘরে এখন সে গায় গীতি,
একলা থাকার গানখানি সে গাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

হঠাৎ তাহার পথের রেখা হারায়
গহন ধাঁধার আঁধার-বাঁধা কারায়,
পথ-চাওয়া তা'র কাঁদে তারায় তারায়,
আর কি পুবের পথের দেখা পাবে—
উদাস পথিক ভাবে।

## ধ্রুপদ

॥ ৮৭ ॥

টোড়ি—তেওড়া

আমি ছন্দ ভুল চির-সুন্দরের নাট-নৃত্যে গো।
আমি অপ্সরা-মায়া ধ্যান ভঙ্গের
যোগী মহেন্দ্রের চিত্তে গো॥
আমি পঞ্চশর-তূণে রক্তমাখা শর,
অমৃত-পাত্রে গো স্মর-গরল খর,
আমি উর্বশীর খল-চরণ-নূপুর
উদাসিনী দেব-চিত্তে গো॥

॥ ৮৮ ॥

হিন্দোলী—সাদ্রা

হিন্দোলি হিন্দোলি ওঠে নীল সিন্ধু।
গগনে উঠিল তা'র কোন পূর্ণ ইন্দু॥

শত শুক্তি-আঁখি দিয়া
পিইছে চাঁদ-অমিয়া,
শিশির রূপে ঝরিয়া
পড়ে জ্যোৎস্না-বিন্দু॥

॥ ৮৯ ॥

হিন্দোল—গীতাঙ্গী

দুলে চরাচর হিন্দোল-দোলে
বিশ্বরমা দোলে বিশ্বপতি-কোলে॥

গগনে রবি-শশী গ্রহ-তারা দুলে,
তড়িত-দোলনাতে মেঘ ঝুলন ঝুলে।
বরিষা-শত-নারী,
দুলিছে মরি মরি,
দুলে বাদল-পরী
কেতকী-বেণী খোলে॥

নদী-মেখলা দোলে, দোলে নটিনী ধরা,
দোলে আলোক নভ-চন্দ্রাতপ ভরা।
করিয়া জড়াজড়ি দোলে দিবস-নিশা,
দোলে বিরহ-বারি, দোলে মিলন-তৃষা।
উমারে লয়ে বুকে
শিব দুলিছে সুখে,
দোলে অপরূপ
রূপ-লহর তোলে॥

॥ ৯০ ॥

মালকোষ—গীতাঙ্গী

গরজে গম্ভীর গগনে কম্বু।
নাচিছে সুন্দর নাচে স্বয়ম্ভূ॥

সে-নাচ-হিল্লোলে জটা-আবর্তনে
সাগর ছুটে আসে গগন-প্রাঙ্গণে।
আকাশে শূল হানি
শোনাও নব বাণী,
তরাসে কাঁপে প্রাণী
প্রসীদ শম্ভু।

ললাট-শশী টলি জটায় পড়ে ঢলি
সে-শশী-চমকে গো বিজুলি ওঠে ঝলি।
ঝাঁপে নীলাঞ্চলে মুখ দিগঙ্গনা,
মুরছে ভয়-ভীতা নিশি নিরঞ্জনা।

আঁধারে পথহারা
চাতকী কেঁদে সারা,
যাচিছে বারিধারা
ধরা নিরম্বু॥

॥ ৯১ ॥

যোগিয়া—ঝাঁপতাল

সাজিয়াছ যোগী বল কার লাগি
তরুণ বিবাগী

হের তব পায়ে
কাঁদিছে লুটায়ে
নিখিলের প্রিয়া
তব প্রেম মাগি
তরুণ বিবাগী॥

ফাল্গুন কাঁদে
দুয়ারে বিষাদে
খোলো দ্বার খোলো!
যোগী, যোগ ভোলো!

এত গীত হাসি
সব আজি বাসি,
উদাসী গো জাগো !
নব অনুরাগে
জাগো অনুরাগী
তরুণ বিবাগী ॥

॥ ৯২ ॥

দেশ—গীতাঙ্গী

কে শিব-সুন্দর শরত-চাঁদ-চূড়
দাঁড়ালে আসিয়া এ অঙ্গনে।
পীড়িত নর-নারী আসিল গেহ ছাড়ি
ভরিল নভোতল ক্রন্দনে ॥

বেদনা-মন্দিরে আরতি বাজে তব,
কে তুমি সুন্দর শ্মশান-চারী নব,
দিগ্ দিগন্তরে জীবন-উৎসব-
শঙ্খ শুনি তব আগমনে ॥

মৃত্যু-জয়ী তুমি হওনি সুধা পিয়ে,
দুখেরে দহিয়াছ বিষের দাহ দিয়ে।
ভূষণ করি ফণী আদরে দিয়ে দোলা
কি মণি পেলে বলো ওগো ও চির-ভোলা !

কভু সে ডম্বরু বাজাও অম্বরে,
প্রলয়-নর্তন জাগে চরাচরে,
ললাট-জ্বালা-পাশে
চন্দ্র-লেখা হাসে
নবীন সৃষ্টির হরষণে ॥

পতিতা গঙ্গারে ধরিলে নিজ শিরে,
কন্যা-রূপে তাই পেলে কি ভারতীরে,
স্বরগ এলো নেমে
মরতে তব প্রেমে,
নমামি দেব-দেব ও-চরণে ॥

# হাসির গান

॥ ৯৩ ॥

কীর্তন

আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু
(সে) লইল মিঞার ঘরে।
আমার কালি মা ছাড়ায়ে কলেমা পড়ায়ে
বুঝি মুস্‌লিম করে!
আমায় বুঝি মুস্‌লিম করে গো—
মুর্গীর লোভে দর্গায় এসে
বুঝি টিকি মোর হরে গো!
আমার শিখা করে দূর রেখে দেবে নূর,
জবাই করিবে পরে গো!

আমি বাসব ভাবিয়া রাসভে পূজিনু
স্বর্গে যাইতে সোজা;
সে যে লয়ে এঁদো ঘাটে আছড়ায় পাটে
ভাবিয়া ধোবির বোঝা!
হলো হিতে-বিপরীত সবি গো!
আমি ভবানী বলিয়া করিতে প্রণাম
হেরি বাগ্‌দিনী ভবী গো!
আমি শীতল হইতে চাহিনু, আনিল
শীতলা-বাহনে ধোবি গো!

বাবা শিবের বাহন বলিয়া বৃষভ-
লাঙুল ঠেকানু ভালে,
হায় নিল না সে পূজা, শিং দিয়ে সোজা
গুঁতায়ে ফেলিল খালে!
আমার কপাল এমনি পোড়া গো!
আমি শালগ্রাম ভেবে রাখিনু চক্ষে
হেরি ঝাল-মাখা নোড়া গো।
আমার ভাগ্য বেজায় ফুটো গো,
বাঁকা অঙ্গ হেরিয়া জড়ায়ে ধরিতে
হেরি ত্রিভঙ্গ খুটো গো!

আমার মহিষী-গৃহিণী খুসি হবে ভেবে
মহিষ কিনিয়া আনি,
বাবা মরি এবে ত্রাসে শিং নেড়ে আসে
মহিষ, মহিষীরাণী !
আমি কেমনে জীবন ধরি গো !
আমি 'হরি বোল' বলে ডাকিতে হরিরে
হয়ে যায় 'বল হরি' গো ॥

---

নজরুলের 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের অন্তর্গত 'আমি তুরগ ভাবিয়া মোরগে চড়িনু' গানটির সঙ্গে 'নজরুল-গীতিকা'র অন্তর্গত এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে ধারণকৃত এই গানটির পার্থক্য রয়েছে।

॥ ৯৪ ॥

কীর্তন

যদি শালের বন হতো শালার বোন,
আর কনে বৌ হতো ঐ গৃহের কোণ !

আখর { আমি থাকিতাম প'ড়ে শুধু খেতাম না ! গো !
আমি ঐ বনে যে চারিয়ে যেতাম ! }

ঐ বৃন্দাবনে হারিয়ে যেতাম !—
ঐ মাকুন্দ হতো যদি কুন্দবালা,
হত দাড়িম্ব-সুন্দরী দাড়িওয়ালা !
আমি ঝুলে যে পড়িতাম !

আখর { দাড়ি ধরে তার ঝুলে যে পড়িতাম !
দুগ্‌গা ব'লে আমি ঝুলে যে পড়িতাম ! }

হত চিম্‌টি শালীর যদি বাব্‌লা কাঁটা,
আর শর-বন হতো তার খ্যাংরা ঝাঁটা !

দুয়ার্কি { বিষ ঝেড়ে যে দিত তোর
খ্যাংরা মেরে বিষ ঝেড়ে যে দিতো তোর ! }

যদি একই শালী দিলে গো মা কালী,
সে যে শালী নয় শালী নয় সে যে বিশালী, মা !
বিশাল বপু তার বিশালী কালিমা !
(শালী নয়, শালী নয় !)

॥ ৯৫ ॥

সর্‌দা-আইন

(বেহাগ—দাদ্‌রা)

**কোরাস :**

ডুবু ডুবু ধম-তরী, ফাটল মাইন সর্‌দার।
সামাল সামাল পড়ল সাড়া ব-মাল মেয়ে মর্দার॥

এ কোন এলো বালাই, এবে পালাই বলো কোন দেশ,
গাছের নিচে ঘড়েল শেয়াল, কাকের মুখে সন্দেশ।
কন্যা-ডোবা বন্যা এলো, ভাসলো বুঝি ঘর-দ্বার॥

আয়েস করে ধুমড়ো মেয়ের বাড়বে বয়েস চৌদ্দ
বাপের বুকের তপ্ত-খোলায়? দিব্যি গেয়ান-বোধ ত!
হদ্দ হলেন বৌদি ভেবে, ছাড়ল নাড়ী বড় দা'র॥

দিব্যি স্বর্গ-মার্গে যেত গৌরী-দানের মারফৎ
যমের যমজ জামাতৃকে লিখে দিয়ে ফারখত!
(হ'ল) নৈকষ্য কস্য এখন, জাত গেল 'মেল-খড়দা'র॥

দেবতা বুড়ো শিব যে মাগেন আট-বছরী নাত্‌নী,
চতুর্দশী মুক্তকেশী—কনে নয়, সে হাতনী!
পুঁটুলি নয়—এঁটুলি সে, কিম্বা পুলিশ-সর্দার॥

সিঙ্গি-চড়া ধিঙ্গি মেয়ে বৌ হবে কি? বাপ্ রে!
প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণেই হয়ত দিবে থাপড়ে!
লাফ দিয়ে সে বাইরে যাবে ঝাঁপ খুলে ঐ পর্দার॥

সম্বন্ধ ভুলে শেষে যা তা বলে ডাক্‌ব?
বধূ ত নয়, যদুর পিসি! কোথায় তারে রাখব?
ধর্মিণী নয়, জার্মানী শেল! গো-স্বামী, খবরদার!!

টাকাতে নয়, ভাবনাতে শেষ মাথাতে টাক পড়বে,
যোদ্ধা বামা গুটিয়ে জামা কথায় কথায় লড়বে,
যেই পাবে না সেমিজ, বডিস, কৌটা পানের জর্দার!!

স্বামীকে সে বলবে না নাথ, রাখবে না মান দুর্গার,
হয়তো কবে বলবে, 'পিত্ত, ঝোল রেঁধেছি মুর্গার !'
আনবে কে বাপ গুর্খা-সেপাই দন্ত-নখর-বর্দার ॥

গটমটিয়ে কইবে কথা, কটমটিয়ে চাইবে,
'বামা' সে নয়, 'ডাইনে সে যে, ডাইনে' সদা ধাইবে !
নিতুই নিতুই চাইবে যেতে সিমলা শিলং হরদ্বার ॥

ভেবেছিলাম জাত নিয়েছিস, জাতিটা নয় যাকগে,
গৃহিণী-রূপ গ্রহণী রোগ, তাও ছিল শেষ ভাগ্যে !
দোক্তা ফেলে গিন্নি কাঁদেন, কর্তা করেন ঘর-বার ॥

॥ ৯৬ ॥

হিন্দোল—কাওয়ালি

নাচে মাড়োবার বালা, নাচে তাকিয়া ॥
(নাচে) ভোঁদড় হিন্দোলে ঝোপে থাকিয়া ॥

পায়জামা প'রে যেন নাচে গণ্ডার
নাচে সাড়ে পাঁচমণি ভুঁড়ি পাণ্ডার
গঙ্গার ঢেউ নাচে বয়া ঝাঁকিয়া ॥

গামা নাচে, ধামা নাচে, মুটকি নাচে,
জামা পরি' ভল্লুক নাচিছে গাছে।
ঝগ্‌ড়েটে বামা নাচে থিয়া তাথিয়া ॥

'ছোট মিঞা' 'বড় মিঞা' ডাকি' কোলা ব্যাঙ
থাপুস্ থুপুস্ নাচে, নড়বড় ঠ্যাং !
(নাচে) গুজরাতী হস্তিনী কাদা মাখিয়া ॥

॥ ৯৭ ॥

সোহিনী—একতালা

**কোরাস :**

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা,
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥
গর্বের শির খর্ব মোদের? চরণ তেমনি লম্বা!
শৈশব হতে আ-মরণ চলি সবারে দেখায়ে রম্ভা।
সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট-মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে॥

বপু কোলা ব্যাঙ, রবারের ঠ্যাং প্রয়োজন মতো বাড়ে গো!
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো!
লখিতে চকিতে লঙ্ঘিয়া যায় গিরি দরী বন সিন্ধু,
ঐ এক পথে মিলিয়াছি মোরা, সম মুস্‌লিম-হিন্দু॥

কহিতেছে নাকি বিশ্ব, আমরা রণে পশ্চাতে হেঁটে যাই।
পশ্চাৎ দিয়ে ছুটে কেউ? হেসে মরিব কি দম ফেটে ছাই?
ছুটি যবে মোরা সুমুখেই ছুটি, পশ্চাতে পাশে হেরি না,
সামনে ছোটারে পিছু হাঁটা বলো? রাঁচি যাও, আর দেরি না॥

আমাদের পিছে ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যু পড়িবে হাঁপায়ে,
জিভ্ বার হয়ে পড়িবে যমের, জীবন তখন বাঁ পায়ে!
মোরা দেবজাতি ছিনু যে একদা—আজো তার স্মৃতি চরণে,
ছুটি না তো যেন উড়ে চলি নভে, থাকে নাকো ধুতি পরনে॥

বাপ-পিতামো'র প্রদর্শিত এ পথ মহাজন-পিষ্ট,
গোস্বামী-মতে পরাহেও বাবা এ-পথে মিলিবে ইষ্ট!
মরে যদি যাও, তাহলে তো তুমি একদম গেলে মরিয়াই!
পলাইল যেই বেঁচে গেল সেই, জনম চরণ ধরিয়াই॥

**কোরাস :**

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ, নিখিল-শরণ
জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

॥ ৯৮ ॥

প্যাক্ট

কোরাস :

বদনা-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব-প্যাক্টের আশ্ নাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই॥

আঁটসাট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে,
বজ্র-আঁটুনি ফস্‌কা গেরো ! তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে !
একজন যেতে চাহিবে সুমুখে, অন্যে টানিবে পিছনে,
ফস্‌কা সে গাঁঠ্ হয়ে যাবে আঁট সেই টানাটানি ভীষণে॥

বুকে বুকে মিল হলো না কো, মিল হলো পিঠে পিঠে ? তাই সই !
মিঞা কন, 'কোথা দাদা মোর ?' আর বাবু কন, 'মিঞাভাই কই ?'
বাবু দেন মেখে দাড়িতে খেজাব, মিঞা চৈতনে তৈল,
চার চোখে করে আড়-চোখা-চোখি, কি মধু-মিলন হইল !

বাবু কন, 'দ্যাখো তোমারে তুষিতে খাই নিষিদ্ধ কুঁকড়ো !'
মিঞা কন, 'মিল আরো জমে দাদা, যদি দাও দুটো টুকরো !
মোদের মুর্গী রামপাখি হলো, দাদা তাও হলো শুদ্ধি ?
গেছে বাদশাহী মুর্গীও গেল, আর কার জোরে যুদ্ধি !'

বাবু কন, 'পরি লুঙি বি-কচ্ছ তোমাদের দিল্ তুষিতে !'
মিঞা কন, 'ফেজে রাখি চৈতনী-ঝাণ্ডা সেই সে খুশীতে !
বহু মিঞাভাই বসবাস করে তোমাদের বারানসীতে,
(আর) বাত হলে ভাই ভাত খাই না কো আজো তাই একাদশীতে !'

বাবু কন, 'মোরে চটিকা ছাড়িয়া সেলিমী নাগ্‌রা ধরেছি !'
মিঞা কন, 'গরু জবাই-এর পাপ হ'তে তাই দাদা তরেছি।'
বাবু কন, 'এত ছাড়িলেই যদি ছেড়ে দাও খাওয়া বড়টা।'
মিঞা কন, 'দাদা মুর্গী ত নাই, কি দিয়া খাইব পরোটা !'

বাবু কন, 'গরু কোরবানী করা ছেড়ে দাও যদি মিঞা ভাই,
(তোরে) সিনান করায়ে সিঁদুর পরায়ে মা'র মন্দিরে নিয়ে যাই।'
মিঞা কন, 'যদি আল্লা মিঞারে নাহি শোনাও ও হরিনাম,
বলদের সাথে ছাড়িব তোমারে, যা হয় হবে সে পরিণাম।'

'সারা রারা রারা' সহসা অদূরে উঠিল হোরির হর্‌রা,
শম্ভু ছুটিল বম্বু তুলিয়া ছকু মিঞা নিল ছোর্‌রা !
লাগিল হেঁচকা হেঁইয়ো হাঁইয়ো, টিকি দাড়ি ওড়ে শূন্যে,
ধর্মে ধর্মে কোলাকুলি করে নব-প্যাক্টেরি পুণ্যে !

বদ্‌না গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোল উঠিল, 'হা হন্ত !'
উচ্ছে থাকিয়া সিঙ্গি মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত !
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু,
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা, করুণ চন্দ্রবিন্দু ॥

## খেয়াল

॥ ৯৯ ॥

কেদারা-হাম্বীর—কাওয়ালি

ঝঞ্ঝার ঝাঁঝর বাজে ঝনঝন।
বনানী-কুন্তল এলাইয়া ধরণী
কাঁদিছে পড়ি' চরণে শনশন শনশন ॥
দোলে ধূলি-গৈরিক পতাকা গগনে,
ঝামর কেশে নাচে ধূর্জটি সঘনে।
হর-তপোভঙ্গের ভুজঙ্গ নয়নে,
সিন্ধুর মঞ্জীর চরণে বাজে রনরন রনরন ॥

॥ ১০০ ॥

ধবলশ্রী—মধ্যমান

নাইয়া কর পার !
কূল নাহি নদী-জল সাঁতার
দুকূল ছাপিয়া জোয়ার আসে,

নামিছে আঁধার ; মরি তরাসে !
দাও দাও কূল কূলবধূ ভাগে
নীর পাথার ॥
নাইয়া, কর পার ॥

॥ ১০১ ॥

দেশ—একতালা

মোরা ছিনু একেলা, হইনু দু'জন।
সুন্দরতর হল নিখিল ভুবন ॥

আজি কপোত-কপোতী শ্রবণে কুহরে,
বীণা বেণু বাজে বন-মর্মরে।
নির্ঝর-ধারে সুধা চোখে মুখে ঝরে,
নূতন জগৎ মোরা করেছি সৃজন ॥

মরিতে চাহি না, পিয়ে জীবন-অমিয়া !
আসিব এ কুটিরে আবার জনমিয়া।
আরো চাই আরো চাই অশেষ জীবন ॥

আজি প্রদীপ-বন্দিনী আলোক-কন্যা,
লক্ষ্মীর শ্রী লয়ে আসিল অরণ্যা,
মঙ্গল-ঘটে এলো নদী জল-বন্যা,
পার্বতী পরিয়াছে গৌরী-ভূষণ ॥

॥ ১০২ ॥

আশাবরী—কাওয়ালি

(ওগো) নতুন নেশার আমার এ মদ
(বল) কি নাম দোবো এরে বঁধুয়া।
গোপীচন্দন গন্ধ মুখে এর
বরণ সোনার চাঁদ-চুঁয়া ॥

মধু হতে মিঠে পিয়ে আমার মদ
গোধূলি রঙ ধরে কাজল নীরদ,
প্রিয়েরে প্রিয়তম করে এ মদ মম,
চোখে লাগায় নভো-নীল ছোঁওয়া ॥

ঝিম্ হয়ে আসে সুখে জীবন ছেয়ে,
পানসে জোছনাতে পানসি চলে বেয়ে,
মধুর এ মদ নববধূর চেয়ে
আমারি মিতানী এ মহুয়া ॥

॥ ১০৩ ॥

আড়ানা—কাওয়ালি

খোলো খোলো খোলো গো দুয়ার।
নীল ছাপিয়া এলো চাঁদের জোয়ার ॥
সঙ্কেত বাঁশরী বনে বনে বাজে
মনে মনে বাজে।
সাজিয়াছে ধরণী অভিসার-সাজে।
নাগর-দোলায় দোলে সাগর পাথার ॥

জেগে উঠে কাননে ডেকে ওঠে পাখি
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল !
অসহ রূপের দাহে ঝলসি গেল আঁখি,
চোখ গেল, চোখ গেল, চোখ গেল !

ঘুমন্ত যৌবন, তনু মন, জাগো !
সুন্দরী, সুন্দর-পরশন মাগো !
চল বিরহিণী অভিসারে বঁধুয়ার ॥

॥ ১০৪ ॥

বেহাগ ও বসন্ত—একতালা

ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান
আসিবে আজি বন্ধু মোর !

স্বপন মাখিয়া সোনার পাখায়
আকাশে উধাও চিত-চকোর।
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

হিজল-বিছানো বন-পথ দিয়া
রাঙায়ে চরণ আসিবে গো পিয়া
নদীর পারে বন-কিনারে
ইঙ্গিত হানে শ্যাম কিশোর
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

চন্দ্রচূড় মেঘের গায়
মরাল-মিথুন উড়িয়া যায়,
নেশা ধরে চোখে আলো ছায়ায়
বহিছে পবন গন্ধ চোর॥
আসিবে আজি বন্ধু মোর॥

॥ ১০৫ ॥

দরবারি কানাড়ী—কাওয়ালি

আজি ঘুম নহে, নিশি জাগরণ।
চাঁদেরে ঘিরি নাচে ধীরি ধীরি
তারা অগণন॥
প্রখর-দাহন দিবস-আলো,
নলিনী-দলে ঘুম তখনি ভালো।
চাঁদ চন্দন চোখে বুলালো
খোলো গো নিঁদ-মহল-আবরণ॥

ঘুরে ঘুরে গ্রহ, তারা বিশ্ব আনন্দে
নাচিছে নাচুনি ঘূর্ণির ছন্দে।
লুকোচুরি-নাচ মেঘ তারা মাঝে,
নাচিছে ধরণী আলোছায়া-সাজে,
ঝিল্লির ঘুমুর ঝুমু ঝুমু বাজে
খুলি খুলি পড়ে ফুল-আভরণ॥

॥ ১০৬ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

চাঁদ হেরিছে চাঁদ-মুখ তার সরসীর আরশিতে।
ছুটে তরঙ্গ বাসনা-ভঙ্গ সে অঙ্গ পরশিতে॥

হেরিছে রজনী—রজনী জাগিয়া,
চকোর উতলা চাঁদের লাগিয়া,
কাহাঁ পিউ কাহাঁ ডাকিছে পাপিয়া
কুমুদীরে কাঁদাইতে॥

না জানি সজনী কত সে রজনী কেঁদেছে চকোরী পাপিয়া,
হেরেছে শশীরে সরসী-মুকুরে ভীরু ছায়া-তরু কাঁপিয়া।
কেঁদেছে আকাশে চাঁদের ঘরণী
চির-বিরহিণী রোহিণী ভরণী,
অবশ আকাশ বিবশা ধরণী
কাঁদানিয়া চাঁদিনীতে॥

॥ ১০৭ ॥

কেদারা-একতালা

আজকে দেখি হিংসা-মদের মত্ত বারণ-রণে
জাগ্‌ছে শুধু মৃণাল-কাঁটা আমার কমল-বনে॥
উঠলো কখন ভীম কোলাহল,
আমার বুকের রক্ত-কমল
কে ছিঁড়িল—বাঁধ-ভরা জল শুধায় ক্ষণে ক্ষণে।
ঢেউ-এর দোলায় মরাল-তরী নাচবে না আনমনে॥

কাঁটাও আমার যায় না কেন, কমল গেল যদি!
সিনান-বধূর শাপ শুধু আজ কুড়াই নিরবধি।

আসবে কি আর পথিক-বালা?
পরবে আমার মৃণাল-মালা?
আমার জলজ-কাঁটার জ্বালা
জ্বলবে মোরই মনে?
ফুল না পেয়েও কমল-কাঁটা বাঁধবে কে কঙ্কণে॥

॥ ১০৮ ॥

ইমনকল্যাণ—একতালা

পথের দেখা এ নহে গো বন্ধু, এ নহে পথের আলাপন।
এ নহে সহসা পথ-চলা শেষে শুধু হাতে হাতে পরশন॥

নিমেষে নিমেষে নব পরিচয়ে
হলে পরিচিত মোদের হৃদয়ে,
আসনি বিজয়ী—এলে সখা হয়ে,
হেসে হরে নিলে প্রাণ-মন॥

রাজাসনে বসি হওনি কো রাজা, রাজা হলে বসি হৃদয়ে,
তাই আমাদের চেয়ে তুমি বেশি ব্যথা পেলে তব বিদায়ে।
আমাদের শত ব্যথিত হৃদয়ে
জাগিয়া রহিবে তুমি ব্যথা হয়ে,
হলে পরিজন চির-পরিচয়ে—
পুনঃ পাব তব দরশন,
এ নহে পথের আলাপন॥

॥ ১০৯ ॥

ছায়ানট—সাদ্রা

পথিক ওগো চলতে পথে তোমায় আমায় পথের দেখা।
ঐ দেখাতে দুইটি হিয়ায় জাগল প্রেমের গভীর রেখা॥

এই যে দেখা শরৎ-শেষে
পথের মাঝে অচিন দেশে,
কে জানে ভাই কখন কে সে
চলব আবার পথটি একা॥

এই যে মোদের একটু চেনার আবছায়াতেই বেদন জাগে,
ফাগুন হাওয়ার মদির ছোঁওয়া পুবের হাওয়ার কাঁপন লাগে।

হয়ত মোদের শেষ দেখা এই
এমনি করে পথের বাঁকেই,
রইল স্মৃতি চারটি আঁখেই
চেনার বেদন নিবিড় লেখা॥

॥ ১১০ ॥

পরজ—একতালা

পরজনমে দেখা হবে প্রিয়।
ভুলিও মোরে হেথা ভুলিও॥

এ জনমে যাহা বলা হল না,
আমি বলিব না, তুমিও বলো না।
জানাইলে প্রেম করিও ছলনা,
যদি আসি ফিরে বেদনা দিও॥

হেথায় নিমিষে স্বপন ফুরায়,
রাতের কুসুম প্রাতে ঝরে যায়,
ভালো না বাসিতে হৃদয় শুকায়,
বিষ-জ্বালা-ভরা হেথা অমিয়॥

হেথা হিয়া ওঠে বিরহে আকুলি
মিলনে হারাই দু'দিনেতে ভুলি,
হৃদয়ে যথায় প্রেম না শুকায়
সেই অমরায় মোরে স্মরিও॥

॥ ১১১ ॥

মধুমাত সারং—কাওয়ালি

মাধবী-তলে চল মাধবিকা-দল
আইল সুখ-মধুমাস।
বহিছে খরতর থর থর মরমর
উদাস চৈতী-বাতাস॥

পিককুল কলকল অবিরল ভাষে,
মদালস মধুপ পুষ্পল বাসে।
বেণু-বনে উঠিছে নিশাস॥

তরুণ নয়ন সম আকাশ আনীল,
তট-তরু-ছায়া ধরে নীর নিরাবিল,
বুকে বুকে স্বপন-বিলাস॥

॥ ১১২ ॥

নাগধ্বনি কানাড়া—মধ্যমান

দেখা দাও, দাও দেখা, ওগো দেবতা।
মন্দিরে পূজারিণী আশাহতা॥

ধূপ পুড়িয়া গেছে, শুকায়েছে মালা,
বন্ধ হল দ্বার, একা কুলবালা!
প্রভাতে জাগিবে সবে, রটিবে বারতা॥

জাগো জাগো দেবতা শূন্য দেউলে,
আরতি উঠিছে মোর বেদনার ফুলে।
বাণীহীন মন্দির, কহ কহ কথা॥

॥ ১১৩ ॥

আড়ানা—যৎ

বাজায়ে জল-চুড়ি কিঙ্কিণী,
কে চল জল-পথে উদাসিনী॥

পথিকে ডেকে বল 'ছল্ গো ছলছল'
ছুঁতে উছলে জল গরবিণী॥

তোমার কোল মাগি' কূলের হতভাগী
রহে ও কূলে জাগি' নিশীথিনী॥

বুকেতে বহে তরী, চাহ না জল-পরি,
চল সাগরে স্মরি' পূজারিণী॥

॥ ১১৪ ॥

টোড়ি—যৎ

জাগো জাগো, খোলো গো আঁখি।
নিকুঞ্জ-ভবনে তব জাগিল পাখী।
খোলো গো আঁখি॥

তোমার রাতের ঘুমে
রবির কিরণ চুমে,
বাঁধিল কানন-ভূমে
ফুলের রাখী॥
খোলো গো আঁখি॥

স্বপনে হেরিছ যারে
সে এল পূরব-দ্বারে
বাতায়ন খুলি' তারে
লহ গো ডাকি।
খোলো গো আঁখি॥

॥ ১১৫ ॥

(ভজন) ভৈরবী—দাদ্‌রা

ওগো সুন্দর আমার।
সুন্দর আমার, এ কি দিলে উপহার॥

আমি দিনু পূজা-ফুল,
বর দিতে দিলে ভুল,
ভাঙিল আমার কূল
তব স্রোতধার॥

গরল দিলে যে এই
অমৃত আমার সেই,
শুকাল নিশি-শেষেই
রাতের নীহার॥

তোমারি সুখ-ছোঁওয়ায়
ফুটেছে ফুল শাখায়,
তোমারি উতল বায়
ঝরিল আবার॥

॥ ১১৬ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

জনম জনম গেল আশা-পথ চাহি।
মরু-মুসাফির চলি, পার নাহি নাহি॥

বরষ পরে বরষ আসে যায় ফিরে,
পিপাসা মিটায়ে চলি নয়নের নীরে।
জ্বালিয়া আলেয়া-শিখা
নিরাশার মরীচিকা
ডাকে মরু-কাননিকা শত গীত গাহি॥

এ মরু ছিল গো কবে সাগরের বারি,
স্বপন হেরি গো তারি আজো মরুচারী।
সেই সে সাগর-তলে
যে তরী ডুবিল জলে
সে তরী-সাথীরে খুঁজি মরু-পথ বাহি॥

॥ ১১৭ ॥

কাজরী—কার্‌ফা

এলে কি শ্যামল পিয়া কাজল মেঘে
চাঁচর চিকুর ওড়ে পবন বেগে॥

তোমার লাবণী ঝরে
পড়িছে অবনী 'পরে
কদম শিহরে কর-পরশ লেগে॥

তড়িৎ ত্বরিত পায়ে
বিরহী-আঁখির ছায়ে তরাসে লুকায়।
ছুটিতে পথের মাঝে
ঝুমুর ঝুমুর বাজে ঘুমুর দু'পায়।

অশনি হানার ছলে
প্রিয়ারে ধরাও গলে,
রাতের মুকুল কাঁদে কুসুমে জেগে॥

॥ ১১৮ ॥

পূরীয়া—ত্রিতালী

চল সখি জল নিতে চল ত্বরিতে।
শ্রান্ত দিনের রবি ডোবে সরিতে।

ঘিরিছে আঁধার
তটিনী-কিনার,
গোধূলির ছায়া পড়ে বন-হরিতে॥

ধেনু-ডাকা বেণু বাজে বংশী-বটে,
পাখি ওড়ে, আঁকা যেন আকাশ-পটে।

বধূ ঘাটে যায়,
বঁধু পথে চায়,
চিনি চিনি বাজে চুড়ি গাগরীতে॥

॥ ১১৯ ॥

মল্লার—কাওয়ালি

ঝরিছে অঝোর বরষার বারি।
গগন সঘন ঘোর,
পবন বহিছে জোর,
একাকী কুটীরে মোর রহিতে নারি॥

শিয়রে নিবেছে বাতি,
অন্ধ তমসা রাতি,
গরজে আওয়াজ বাজ গগন-চারী।

চমকিছে চপলা,
জাগি ভয়-বিভলা
একা কুমারী॥

॥ ১২০ ॥

ভূপালী—আদ্ধা কাওয়ালি

আসিলে কে অতিথি সাঁঝে।
পূজার ফুল ঝরে বন-মাঝে॥

দেউল মুখরিত বন্দনা-গানে,
আকাশ আঁখি চাহে তব পানে।
দোলে ধরাতল
দীপ-ঝলমল,
নৌবতে ভূপালী বাজে॥

॥ ১২১ ॥

মেঘ রাগ—ত্রিতালী (দ্রুতগতি)

ঘেরিয়া গগন মেঘ আসে।
বিহ্বল ধরণী,
দশ দিশি কাঁপে তরাসে॥

বিদ্যুৎ ঝলকে
ঝামর অলকে,
ঝমঝম ঝাঝর
বাজে ঘন আকাশে॥

শিখী নাচে হরষে,
বারিধারা বরষে,
চাতক-চাতকী পাগল পিয়াসে!

॥ ১২২ ॥

বাগেশ্রী—কাওয়ালি

ঘোর তিমির ছাইল
রবি শশী গ্রহ তারা।
কাঁপে তরাসে ভীতা ধরণী
অসীম আঁধারে হারা॥

প্রলয়েশ মহা কাল
এলায়েছে জটাজাল,
নাচিছে ঝড়ের বেগে
সুরধুনী-জলধারা।

চমকি চমকি ওঠে
চপলা চপল-ফণা,
লুকাইয়া শিশু-শশী,
মূরছিতা দিগঙ্গনা।
চাতকী চাতক-বুকে
বিভল কাঁদিয়া সারা॥

॥ ১২৩ ॥

মুলতান—একতালা

কার বাঁশরী বাজে মুলতানী-সুরে
নদী-কিনারে কে জানে।
সে জানে না কোথা সে সুরে
ঝরে ঝর-নির্ঝর পাষাণে॥

একে চৈতালী-সাঁঝ অলস
তাহে ঢলঢল কাঁচা বয়স,
রহে চাহিয়া, ভাসে কলস,
ভাসে হৃদি বাঁশুরিয়া পানে॥

বেণী বাঁধিতে বসি অঙ্গনে
বধূ কাঁদে গো বাঁশরী-স্বনে।

যারে হারায়েছে হেলা-ভরে
তারে ও সুরে মনে পড়ে,
বেদনা বুকে গুমরি মরে
নয়ন ঝুরে বাধা না মানে॥

॥ ১২৪ ॥

পূরবী—একতালা

কে তুমি দূরের সাথী
এলে ফুল ঝরার বেলায়।
বিদায়ের বংশী বাজে
ভাঙা মোর প্রাণের মেলায়॥

গোধূলির মায়ায় ভুলে
এলে হায় সন্ধ্যা-কূলে,
দীপহীন মোর দেউলে
এলে কোন আলোর খেলায়॥

সেদিনো প্রভাতে মোর
বেজেছে আশাবরী,
পূরবীর কান্না শুনি
আজি মোর শূন্য ভরি।

অবেলায় কুঞ্জবীথি
এলে মোর শেষ অতিথি
ঝরা ফুল শেষের গীতি
দিনু দান তোমার গলায়॥

॥ ১২৫ ॥

মিয়াকি-মল্লার—কাওয়ালি

আজি এ শ্রাবণ-নিশি কাটে কেমনে।
গুরু দেয়া গরজন কাঁপে হিয়া ঘনঘন
শন শন কাঁদে বায়ু নীপ-কাননে॥

অন্ধ নিশীথ, মন খোঁজে কারে আঁধারে,
অন্ধ নয়ন ঝরে শাওন-বারিধারে,
ভাঙিয়া দুয়ার মম এস এস প্রিয়তম,
ধ্বসিছে বাহির ঘর ভেজা পবনে॥

কার চোখে এত জল ঝরে দিক প্লাবিয়া,
সহিতে না পারি কাঁদে 'চোখ গেল' পাপিয়া।

কাহার কাজল-আঁখি চাহি মোর নয়নে
ঝুরেছিল একা রাতে কবে কোন্ শাওনে,
আজি এ বাদল ঝড়ে সেই আঁখি মনে পড়ে,
বিজলী খুঁজিছে তারে নভ-আঙনে॥

॥ ১২৬ ॥

দরবারি কানাড়া—যৎ

স্মরণ-পারের ওগো প্রিয়, তোমায় আমি চিনি যেন।
তোমার চাঁদে চিনি আমি, তুমি আমার তারায় চেন॥
নতুন পরিচয়ের লাগি
তারায় তারায় থাকি জাগি,
বারে বারে মিলন মাগি
বারে বারে হারাই হেন॥

নতুন চোখের প্রদীপ জ্বালি চেয়ে আছি নিরিবিলি,
খোলো প্রিয় তোমার ধরার বাতায়নের ঝিলিমিলি।

নিবাও নিবু-নিবু বাতি,
ডাকে নতুন তারার সাথী,
ওগো আমার দিবস রাতি
কাঁদে বিদায়-কাঁদন কেন॥

॥ ১২৭ ॥

মুলতান—যৎ

তুমি মলিন বাসে থাকো যখন, সবার চেয়ে মানায়!
তুমি আমার তরে ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

জানি প্রিয়ে জানি জানি,
তুমি হতে রাজার রাণী,
খাটত দাসী বাজত বাঁশি
তোমার বালাখানায়।
তুমি সাধ করে আজ ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥

দেবী! তুমি সতী অন্নপূর্ণা, নিখিল তোমার ঋণী,
শুধু ভিখারীকে ভালবেসে সাজলে ভিখারিনী।
সব ত্যজি মোর হলে সাথী,
আমার আশায় জাগছ রাতি,
তোমার পূজা বাজে আমার
হিয়ার কানায় কানায়!
তুমি সাধ করে মোর ভিখারিনী, সেই কথা সে জানায়॥